স্মরণিকা

রচনাকাল ১৩. ১০. ১৩৮৮ — ২৭. ২ ১৩৮৯

প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৮৯

AMARBOI.COM

স্মারণিকা

ক্রমবিন্যাস

আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী

লামচরি গ্রামের অবস্থান ও পরিবেশ
লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণ
লাইব্রেরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও '৭৯ সালের বৃত্তিদান
উদ্বোধনী ভাষণ
ইত্তেফাকের খবর
১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান
সংবাদ পত্রিকার খবর
পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠান
পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণ
বাকেরগঞ্জ পরিক্রমার খবর
বার্ষিক অধিবেশন ও '৮১ সালের বৃত্তিদান

আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলসমূহের অনুলিপি *

ক. ট্রাস্টনামা
পরিকল্পনাসমূহ —
১. লাইব্রেরী স্থাপন
২. লাইব্রেরীর কার্যক্রম
৩. লাইব্রেরীর পরিচালক ও পরিচারক
৪. লাইব্রেরীস্থানান্তর

* অফিসের নিয়মমাফিক রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলসমূহে লেখ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. বৃত্তিদান
৬. পুরস্কারপ্রদান
৭. সমাধি ভবন
৮. জন্মদিবস উদ্‌যাপন
৯. মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপন
১০. অতিথি সেবা
১১. আরজ ফাণ্ড
১২. আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী কমিটি
১৩. পরিচালক কমিটি গঠন
১৪. অধিবেশন
১৫. লিপিমালা ও স্মৃতিমালা
১৬. ক্ষমতা

তপছিল সম্পত্তি

খ. মৃতদেহ দানপত্র

গ. অছিয়তনামা

স্মৃতিমালা

সংরক্ষিত বস্তুসমূহের তালিকা

ক. কৃষি যন্ত্র
খ. জরিপী যন্ত্র
গ. পোষাক
ঘ. চা সরঞ্জাম
ঙ. দলিলপত্র
চ. বিবিধ

আসবাবপত্র

খাতাপত্র

দেয়াল ফটো

ঋণপত্র

কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি

AMARBOI.COM

রজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী

লামচরি গ্রামের অবস্থান ও পরিবেশ

জেলা বরিশালের অন্তর্গত কোতয়ালী থানাধীন লামচরি একটি অখ্যাত গ্রাম। বরিশাল শহর থেকে এ গ্রামটির পূর্বাংশের দূরত্ব জলপথে প্রায় ছ'মাইল এবং স্থলপথে রাস্তা বিশেষে ৭ ও ৮ মাইল। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এ গ্রামটিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে — ১. উত্তর লামচরি, ২. দক্ষিণ লামচরি ও ৩. মধ্য লামচরি। শহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রামটির অবস্থান। এর মধ্যে লামচরিতে 'আরজ মঞ্জিল' (আমার নিবাস) এবং এখানেই আমি প্রতিষ্ঠা করেছি ক্ষুদ্র একটি গণপাঠাগার, যার নাম দিয়েছি 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী'।

এ গ্রামটি বেশিদিনের পুরানো নয়, নতুন পয়স্তি চরাঞ্চল। এ গ্রামে জনবসতি স্থাপিত হয় মাত্র ১২৭০—৮০ (বাং) সালের মধ্যে। গ্রামের প্রায় চারিদিকেই নদী, মাত্র উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী মৌজা চরবাড়িয়ার সাথে যুক্ত।

গ্রামের অধিবাসীদের ষোল আনাই কৃষক এবং অধিকাংশ মুসলমান। শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। বর্তমানে এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ১টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি। কিন্তু মাদ্রাসা আছে ৩টি এবং মসজিদ আছে ১১ খানা। ধার্মিকের সংখ্যা বেশি নয়, তবে ধর্মের বাতাস বয় জোরালো। কোন পীর নাই এখানে, তবে মুরীদ আছে যথেষ্ট। আমার প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি লামচরি গ্রামের বর্তমান পরিবেশ এবং অধিবাসীদের অধিকাংশের পরিতোষের অনুকূল নয়, তা আমি বেশ ভালোভাবেই অনুভব করে আসছি। বিদ্রোহী কবি নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন, "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাহ্-হাদিস চষে"। এ গ্রামটির অবস্থাও তা-ই। কিন্তু তাই বলে কি আমরা নিরাশ হবো? 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে', আমরাও এগিয়ে চলবো নিশ্চয়ই। পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই মুহূর্তে সূর্যোদয় হয় না, হয় ক্রমানুসারে। অর্থাৎ কোথাও আগে, কোথাও পরে। তদ্রূপ বর্তমান কালে বিশ্ব যে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা কোন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না, থাকতে পারে না, তা পৌছবে বাংলাদেশেও। আর সে আলো বাংলার কোনো অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না. পৌছবে বরিশাল তথা এ গণ্ডগ্রাম লামচরিতেও। আর তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে কিছু কিছু বর্তমানে।

এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই ছিলেন নিরক্ষর। এখানে নিয়মিত কোনোরূপ পাঠশালাই ছিলো না ১৩৪১ সালের পূর্বে। সেকালে এ গ্রামের সেরা বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন একমাত্র মরহুম আ. রহিম

AMARBOI.COM

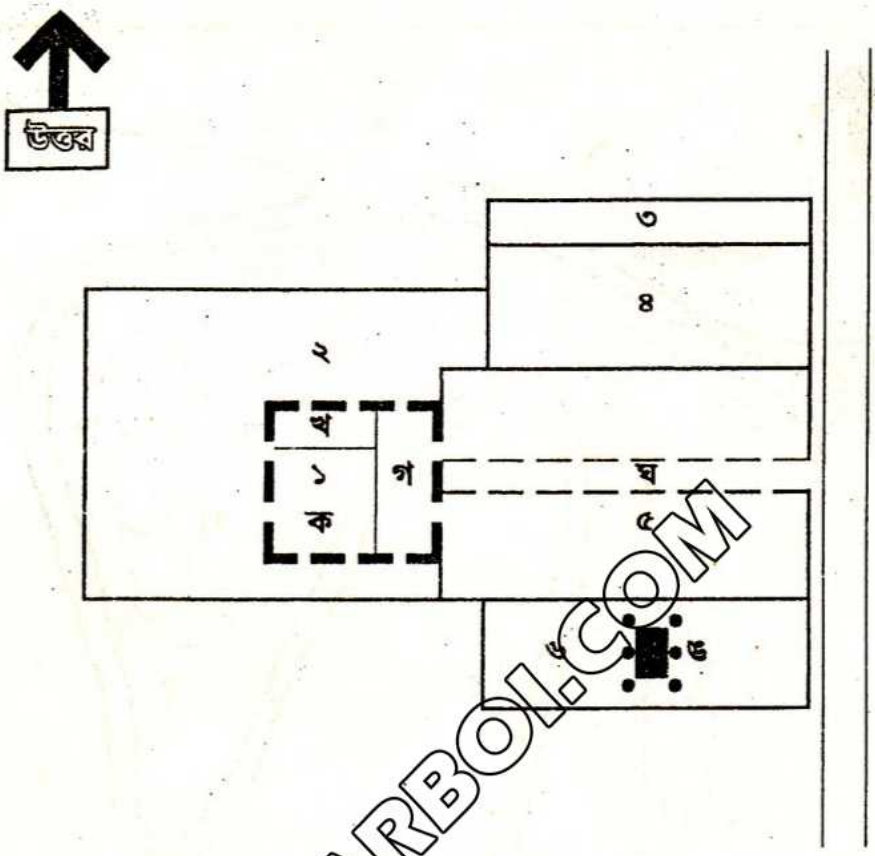

AMARBOI.COM

১ = লাইব্রেরী ভবন — ১/২ শতাংশ।

২ = ফল ও শব্জী আবাদী জমি — ১ ১/৪ শতাংশ।

৩ = ঐ — ১/৪ শতাংশ।

৪ = ফুলবাগান — ৩/৪ শতাংশ।

৫ = প্রাঙ্গণ — ১ ১/২ শতাংশ।

৬ = সমাধিস্থান — ৩/৪ শতাংশ।

ক = পুস্তকাগার।

খ = যাদুঘর।

গ = পাঠাগার।

ঘ = পথ।

ঙ = সমাধি ভবন।

১ = বরিশাল।
২ = চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিস।
৩ = তালতলি।
৪ = আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী।
৫ = লামচরি হাট।

ক = তালতলি রাস্তা।
খ = জেলা বোর্ড রাস্তা।
গ = লামচরি বেড়ি রাস্তা।
ঘ = বরিশাল নদী।
ঙ = ঝুনাশার বনাম আড়িয়াল খাঁ নদী।

AMARBOI.COM

রা.ই.

মৃধা। তিনি ছিলেন উ. প্রাইমারী পাস (১৩১৬)। এ গ্রামে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিক ও বি. এ. ডিগ্রী লাভ করে স্নেহাস্পদ প্রিয় ফজলুর রহমান মৃধা ও মো. ইয়াছিন আলী সিকদার। তারা পাশ করেছিল বরিশালের এ. কে. স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজ থেকে, যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সনে (বর্তমানে তারা চাকুরিজীবনে অবসরপ্রাপ্ত এবং উভয়ে আমার লাইব্রেরীর উভয় কমিটির সদস্য)। আর বর্তমানে এ গ্রামে ম্যাট্রিক পাশ ছেলের সংখ্যা ৩৪, আই. এ. পাশ ১৭ জন এবং বি. এ. ৪ জন। যদিও এ গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে আলোচ্য সংখ্যাগুলো অতি নগণ্য, তথাপি আশাব্যঞ্জক এ জন্য যে, এ গ্রামের অন্তত স্থবিরতা দূর হচ্ছে।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, লামচরি গ্রামের পরিবেশ লাইব্রেরী স্থাপনের উপযোগী নয়। সুতরাং লাইব্রেরীর চেয়ে একখানা পাকা মসজিদ করলে ভালো হতো। তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, এ গ্রামে মসজিদ স্থাপন করা পাপের কাজ। আমি মসজিদ বানিয়ে পাপের কাজ করতে চাই না। কেননা অমনিতেই এ গ্রামে ১১ খানা মসজিদ বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন কোনটিতে জুম্মার দিনে জামাত পরিমাণ (অন্তত তিনজন) মুসল্লি পাওয়া যায় না। আমি পাকা মসজিদ স্থাপন করলে হয়তো পার্শ্ববর্তী মসজিদ উচ্ছন্নে যাবে। তাতে আমি গুনাহগার হবো। নতুবা 'নাদানের দান' বলে আমার প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কেউ নামাজ পড়তেই আসবে না। আর তখন আমি হবো 'বেহুদা খরচাকারী শয়তানের ভাই'। আজ হোক, কাল হোক, আর শত বছর পরে হোক, পরিবেশের পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে — এই আশায় বুক বেঁধেছি, তাই আমি লাইব্রেরীই স্থাপন করবো।

আজকাল প্রচলিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিগ্রী লাভ করা, জ্ঞান লাভ করা নয়। কেননা ডিগ্রীবিহীন বিদ্যা দ্বারা কর্মজীবন চলে না। বস্তুত বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রী আছে, কিন্তু জ্ঞানের কোনো ডিগ্রী নেই। জ্ঞান ডিগ্রীবিহীন ও সীমাহীন। সেই অসীম জ্ঞানার্জনের মাধ্যম স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, তা হচ্ছে লাইব্রেরী। তাই আমি লাইব্রেরীকে অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে। আর সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন আমার এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় আমার উদ্যম ও উদ্দেশ্যের বিষয় আরও কিছু কিছু জানা যাবে — লাইব্রেরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে আমার লিখিত ভাষণ পাঠে।

✗ ✗ ✗ ✗

লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণ

স্থানীয় রাজমিস্ত্রী আ. মজিদ মুন্সী কর্তৃক আমার লাইব্রেরীটির ভিত্তি স্থাপন করা হয় বিগত ১৯শে আষাঢ় ১৩৮৬ তারিখে। লাইব্রেরী নির্মাণের যথোপযুক্ত অর্থের সংস্থান আমার ছিল না। তাই ব্যয়হ্রাসের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব কাজেই অংশ নিতে হয়েছে আমাকে কুলি-মজুর, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরদের সঙ্গে। কুলিদের সাথে ইঁট বহন করেছি এবং মজুরদের

AMARBOI.COM

সাথে ইট ভেঙ্গে খোয়া বানিয়েছি। উদ্দেশ্য — এভাবে কায়িক শ্রমের দ্বারা কিছু অর্থ বাঁচাতে পারলে তা দ্বারা কিছু বই কেনা যাবে। আমি এসব হেয় কাজ করি বলে আমাকে অনেকে উপহাস করতো। শুনে আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন মলত্যাগ করেন তখন তার জলশৌচ করে কে? উত্তর দিত উপহাসকারীরা, রাষ্ট্রপতি নিজেই। আমি বলতাম, নিজের কাজ নিজে করেন বলে যদি জিয়াউর রহমানের বিষ্ঠা ধোয়ায় ঘৃণা ও মানহানি না হয়, তাহলে আমার খোয়া ভাঙ্গায় অপমান কি? উপহাসকারীরা আমার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি। এভাবে আমি তাদের ঠকিয়েছি। কিন্তু কোনো কোনো সময় নিজেও ঠকেছি। অনভ্যাসবশত হাতুড়ীর আঘাতে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো ছিঁড়ে-ফেটে রক্তাক্ত হতো প্রায়ই। একদা বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখটি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলো হাতুড়ীর আঘাতে। সে নখটি আমার চুল, দাড়ি ও দাঁতের সঙ্গে কাঁচের বৈয়মে ভরে রেখে দিয়েছি আমার সমাধিগর্ভে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে স্থানীয় বিত্তবানদের আমি সহানুভূতি পাইনি। তবে মজুরদের সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। তারা সকলেই লাইব্রেরীর কাজে মজুরী কম নিয়েছে, হয়তোবা কেহ মজুরী ছাড়াই কাজ করেছে। কিন্তু আমার বিত্তবান এক প্রতিবেশীর কাছে বাঁশ খরিদ করতে গিয়ে তাঁর দাবীকৃত ৫০ টাকার স্থলে ৪৯ টাকা মূল্য বলায় তিনি আমাকে বাঁশ দেননি। রাজমিস্ত্রী আ. মজিদ মুন্সী ও ছুতোর মিস্ত্রী রাধাচরণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যেহেতু তাঁরা তাঁদের কাজের মজুরীর অর্ধেক নিয়ে আমার লাইব্রেরীর নির্মাণকাজ সমাধা করেছেন। কাজেই এ গ্রামের মজুরদের কাছে আমি ঋণী, মজুরদের কাছে নয়।

কায়ক্লেশে আমার লাইব্রেরীর নির্মাণকাজ সমাধা হয় ৩১শে ভাদ্র ১৩৮৬ তারিখে। অতঃপর ৬.৬.৮৬ তারিখে আরম্ভ করে আমার সমাধিটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ১১.৬.৮৬ তারিখে। কিন্তু পুরোপুরি নয়। সমাধির নিম্নভাগটা পাকা করতে সম্মত হলেন না রাজমিস্ত্রীরা কিছুতেই। কেননা, গ্রামের মুসল্লিরা নাকি 'শরিয়ত-বিরোধী' বলে ও কাজটি করতে তাঁদের বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। আমার রাজমিস্ত্রীর বাবা ছিলেন একজন নামকরা মুন্সী এবং তিনি নিজেও মুন্সী মানুষ। তিনি হয়তো ভাবলেন যে, চারপাশের সাথে নিম্নদিকটাও পাকা করা হলে কবরে মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর এভাবে ফেরেস্তাদের যাতায়াতের অসুবিধা ঘটালে নিশ্চয়ই তাঁর গুনাহগার হতে হবে। তাই আমার সমাধির নিম্নভাগটা সিমেন্ট করাতে মুন্সী সাহেবকে রাজী করান গেলো না। অগত্যা সে কাজটি আমার করতে হলো নিজেকেই।

আমার সমাধির বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট নেই। মাত্র সমতল স্লাবের উপর আর একখানা চৌচালা স্লাব এবং তদুপরি স্লাবটি নাড়াচাড়া ও নামফলক স্থাপন করার জন্য একটি বাঁকানো রড বসানো। কিন্তু একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো এই বলে যে, আমার সমাধিটিতে গ্লাস এবং টেলিফোন বসানো হয়েছে — মনকির-নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের কাণ্ডকারখানা দেখার ও তাঁদের কথাবার্তা শোনার জন্য। তখন আমি যেখানেই যেতাম, লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করতো ঐ কথাই। আমি তো হতবাক! কৌতূহলী জনগণকে আমি বুঝাতে পারতাম না যে, ওগুলো মিথ্যে গুজব। সে মিথ্যে

গুজবের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য লোকের সমাগম হতে লাগলো আমার সাদামাটা সমাধিটি স্বচক্ষে দেখার জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য–প্রমাণের বদৌলতে দর্শকদের সমাগম বর্তমানে কমেছে। তবে দূরাঞ্চলের কিছু কিছু লোক এখনো এসে থাকে আমার সমাধিটি দর্শনে।

✗ ✗ ✗ ✗

লাইব্রেরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও '৭৯ সালের বৃত্তিদান

লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণের পর আত্মনিয়োগ করি আমি লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন ও উৎসর্গ পর্ব সমাধার কাজে। এ কাজে আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কাজী গোলাম কাদির সাহেব ও সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেব।

অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেবের প্রচেষ্টায় বিগত ২৩. ৮. ৮৬ (ইং) তারিখ সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের ফুটবল খেলার বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানে বসে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আ. আউয়াল সাহেবের সাথে আমার পরিচয়লাভ হয়। পরিচয়ান্তে জেলা প্রশাসক সাহেব আমার কাছে লাইব্রেরী সংক্রান্ত পরিকল্পনার একটি লিখিত খসড়া তলব করেন এবং আমি তা তাঁর কাছে পেশ করি অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেবের মারফতে বিগত ১৭. ১১. ৮৬ তারিখে। আমার সে পরিকল্পনাটি দেখতে পাওয়া যাবে 'স্মরণিকা'–এর শেষের দিকে 'ট্রাস্টনামা' (দানপত্র) দলিলখানিতে। সেই পরিকল্পনা দেখতে পেয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদ্যোৎসাহী জেলা প্রশাসক সাহেবের শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়। তাই তিনি লামচরির মতো নোংরা পরিবেশে অবস্থিত আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন পর্বে পৌরহিত্য করতে সম্মত হন এবং বিগত ২৫. ১. ৮১ (ইং) তারিখে তিনি নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ সমাবেশে আমার লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন পর্বে আতিথ্য গ্রহণ করেন, যাঁদের শুভাগমনে আমার অনুষ্ঠানটি হয় গৌরবোজ্জ্বল এবং ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি হয় মহিমান্বিত।

সুধীবৃন্দের নাম

১. মাননীয় আ. আউয়াল, জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ।
২. জনাব আ. কাইয়ুম ঠাকুর, সহকারী জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)।
৩. জনাব সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, নাজীর কালেক্টী, বরিশাল।
৪. জনাব আবদুল কাইয়ুম, সাংবাদিক ও জি. পি. বরিশাল।
৫. জনাব কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক, বি. এম. কলেজ, বরিশাল।
৬. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।
৭. জনাব মো. সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ, বরিশাল কলেজ, বরিশাল।
৮. জনাব বদিউর রহমান, অধ্যাপক, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।

সর্বাগ্রে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব লাইব্রেরীর দারোদ্‌ঘাটনপূর্বক শুভ উদ্বোধন পর্ব সমাধা করেন।

AMARBOI.COM

অনুষ্ঠানে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবকে প্রধান অতিথি এবং অধ্যাপক জনাব সিরাজুল হককে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। শুরুতে আমি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করি। ভাষণটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

উদ্বোধনী ভাষণ

আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী, লামচরি
২৫ জানুয়ারী ১৯৮১

মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব, উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও আমার পল্লীবাসী আত্মীয়-বন্ধুগণ! আজ আমার জীবন ধন্য হলো, তা দু'টি কারণে। প্রথমটি হলো, জেলা প্রশাসক সাহেবের হাতে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির দারোদঘাটন দেখতে পেরে ; দ্বিতীয়টি হলো আমার চিরপ্রিয় পাঠশালার প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুকোমল হস্তে সর্বপ্রথমবার বৃত্তিপ্রদান করতে পেরে।

আজ আমার ৮০ বৎসর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে পরম ও চরম আনন্দের একটি দিন। 'পরম' ও 'চরম' এই জন্য যে, এ লামচরি গ্রামের মতো একটি গণ্ডগ্রামে ভেটিগাছ, গুড়িকচু ও কচুরীপানায় আচ্ছাদিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত আমার এ নগণ্য প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে যে সমস্ত মনীষীবৃন্দের চরণদর্শন লাভের সৌভাগ্য আজ আমার হলো, এ জীবনে তা আর কখনো হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে আর হবেও না কোনদিন। কেননা আমি এখন খরস্রোতা নদীতীরের ফাটলধরা মাটির উপর দাঁড়ানো বৃক্ষের মতোই দাঁড়িয়ে আছি। যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারি অতল সলিলে।

হয়তো কেউ জানতে চাইতে পারেন যে, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে 'অভাব'-এর তো অভাব নেই। তবে কেন আমার মনে লাইব্রেরী করার প্রবণতা জাগলো? এর জবাবে আমি আপনাদের কাছে এই জানাতে চাই যে, এটা আমার আজীবনকালের ভিক্ষাবৃত্তি ও চুরিকর্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সে কি রকম সংক্ষেপে তা বলছি।

জন্ম আমার ৩রা পৌষ ১৩০৭ সালে। আমার শৈশবকালে এ গ্রামে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহারা ও আট বছর বয়সে বিত্তনিলামে সর্বহারা হয়ে বিধবা মায়ের আঁচল ধরে দশ দুয়ারের সাহায্যেই বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে আমার শৈশবে। স্থানীয় মুন্সী মরহুম আ. করিম সাহেব একখানি মক্তব খোলেন তাঁর বাড়ীতে ১৩২০ সালে। আমি অবৈতনিকভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা করলাম স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ ও বানান-ফলা পর্যন্ত। কিন্তু ছাত্রবেতন অনাদায় হেতু তিনি মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি।

শৈশবে লেখাপড়া শেখার প্রবল আগ্রহ আমার ছিলো, কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। আমি আমার উক্ত সামান্য বিদ্যার জোরেই চুরি করে পড়েছি জয়গুন্-সোনাবান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি এবং ভিক্ষা করে পড়েছি তৎকালে বরিশালে পড়ুয়া ছাত্রদের পুরানো পাঠ্য বইগুলো। সে সব ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রিয় ফজলুর রহমান (গ্র্যাজুয়েট)। তিনি অবসরপ্রাপ্ত এল. এ. ও.। বর্তমানে এখানেই আছেন।

AMARBOI.COM

বরিশাল পাব্‌লিক লাইব্রেরী থেকে বই চুরি করে বাড়িতে এনে পড়তে শুরু করি আমি বাং ১৩৪৪ সাল থেকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরের কোনো পাঠককে তার বাড়িতে বই দেবার নিয়ম নেই বলে আমার বাড়িতে এনে বই পড়তে হয়েছে তৎকালীন বরিশালের টুপীর ব্যবসায়ী জনাব ওয়াজেদ আলী তালুকদারের বেনামীতে। আমি তাঁর কাছে ঋণী। **বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর বই আমি সময় সময় এখনো বাড়িতে এনে পড়ি, তা-ও বেনামীতে আনতে হয়। এ সমস্ত আমার পক্ষে চুরিই বটে।** আমার এ চুরিকাজে যথাসম্ভব সাহায্যদান করেছেন মাননীয় লাইব্রেরীয়ান জনাব এয়াকুব আলী (মোক্তার) সাহেব। আমি তাঁর কাছেও ঋণী। এরমধ্যে বরিশাল শঙ্কর লাইব্রেরী থেকে বইপুস্তকও এনে পড়েছি দুই-তিন বৎসর, তা-ও অনুরূপভাবেই।

বাংলা ১৩৫৪-৫৫ সাল থেকে কিছু কিছু বই চুরি করে এনে পড়তে থাকি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরী থেকে। সে চুরি কাজে আমাকে সাহায্যদান করেছেন ও করেন মাননীয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব। তিনি শুধু আমার চুরি কাজের সহযোগীই নন, আমার জীবনের সাধনার যাবতীয় ফলাফলের তিনি সম-অংশীদার। হয়তো তার চেয়েও বেশী। তিনি আমার জীবনের সাথে এতোই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, কারো সাহায্য না নিয়ে তিনি আমার জীবনী লিখতে পারেন। মাননীয় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেব এবং মাননীয় অধ্যাপক শামসুল ইসলাম সাহেবও সাহায্য করেছেন আমাকে কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই চুরির কাজে। ১৩৫৭-৬২ সাল পর্যন্ত চুরি করে এনে কিছু কিছু বই পড়েছি বরিশালের ব্যাপটিস্ট্ মিশন লাইব্রেরী থেকে এবং ভিক্ষাও পেয়েছি কিছু পুস্তক-পুস্তিকা সেখান থেকে। আর এ কাজে আমাকে সাহায্যদান করেছেন তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান মি. মরিস সাহেব। তিনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী, তবে বাংলাভাষা জানতেন ভালো। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

যে সমস্ত মনীষীগণ আমার জন্য চুরি করেছেন বা আমার চুরি কাজের সাহায্য করেছেন, আমার মনে হয় যে, আইনের কাছে তাঁরা অন্যায় করে থাকলেও সমাজের কাছে তাঁরা মহৎ কাজই করেছেন। কেননা তাঁরা একটি 'জানোয়ার'কে মানুষ বানিয়েছেন। আর সেই মানুষটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ আপনারা এই জংলাভূমে পদধূলি দিচ্ছেন।

প্রবাদ আছে — 'চোরের বাড়িতে দালান নেই' এবং 'ভিক্ষার চালে ভরে না গোলা'। তাই ভেবে আমি আমার আজীবনকালের ভিক্ষা ও চুরি করা সম্পদটুকু মজুদ করে রাখা নিষ্ফল মনে করে জনগণের কল্যাণ কামনায় তা সাধারণ্যে দান করে দেবার প্রয়াসী হয়ে তা দান করলাম — 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক দু'খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, **রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই বই দু'খানা আমার দান বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা অনেকেই বলেছেন যে, পল্লীবাসী কৃষকরা নিরক্ষর হলেও সাধারণত ভালোমানুষ এবং বেশীরভাগই ঈমান-ধনে ধনী। তাদের মধ্যে এমন আনাড়ি লোক ও এ সমস্ত দানসামগ্রী থাকা অসম্ভব। এই বই নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিজীবী লোকের লেখা। হয়তো তিনি ধুরন্ধরী করে নাম দিয়েছেন একজন কৃষকের।** বই দু'খানা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব কি-না, তা যাচাই করবার জন্য প্রাক্তন ডি. পি. আই. জনাব ফেরদাউস খান তো তাঁর ধানমণ্ডির বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে রীতিমতো পরীক্ষাই নিলেন ৩. ১. ৭৬ তারিখে। সে পরীক্ষাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.ন.ম. এনামুল হক এবং চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাসেম সাহেব। সেদিন কাসেম

AMARBOI.COM

সাহেবের হাতের পেন্সিলে আঁকা আমার একটি ছবি এখানেই আমার লাইব্রেরীতে আছে।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলের সে কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজধানীর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগ প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ও তাঁর প্রণীত 'আরণ্যক দৃশ্যাবলী' নামক বইখানিতে। তিনি অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, কল্পিত নাম নয়, ছদ্মনাম নয় কারো, আরজ আলী মাতুব্বরের নিবাস বরিশাল। তাঁর সে বইখানা এখানেই (আমার লাইব্রেরীতে) আছে।

ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা এবং চুরি করে করে আমি যে পাপ অর্জন করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত অথবা যে অপরাধ করেছি, তারই জরিমানা দিচ্ছি আমি এখন প্রায় ৬০ হাজার টাকা। যার দ্বারা স্থাপিত হচ্ছে এই ক্ষুদ্র পাঠাগারটি, মজুত হচ্ছে জনতা ব্যাংকে ১০ হাজার টাকা এবং করা হচ্ছে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। এ সমস্ত অর্থ আমার দান নয়, এগুলো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা অপরাধের জরিমানা। কেননা, ঐ সমস্ত পাপ বা অপকর্ম না করলে হয়ত আমি এই সমস্ত জরিমানা দিতাম না কখনো।

দারিদ্র নিবন্ধন কোনো স্কুল-কলেজে গিয়ে পয়সা দিয়ে বিদ্যা কিনতে পারিনি আমি দেশের অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। তাই কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আমার শিক্ষাপীঠ নয়। আমার শিক্ষাপীঠ হলো 'লাইব্রেরী'। আশৈশব আমি লাইব্রেরীকে ভালোবেসে এসেছি এবং এখনো ভালোবাসি। লাইব্রেরীই আমার তীর্থস্থান। আমার মতে — মন্দির, মসজিদ, গীর্জা থেকে লাইব্রেরী বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।

তাই আমি যখন কোনোরূপ একটি জনকল্যাণমূলক কাজ করবার জন্য মনস্থির করেছি, তখন আমার সেই লাইব্রেরীপ্রীতিই জাগিয়ে তুলেছে আমার মনে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। আর তারই ফল আমার এ ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি। যেহেতু আমি লাইব্রেরীর কাছে ঋণী। আমি লাইব্রেরীর ভক্ত।

লাইব্রেরী ছাড়া আমার আরো একটি তীর্থস্থান ছিলো। তা হলো প্রায় ৬৭ বছরের পুরানো একখানা দোচালা খড়ের ঘর। অর্থাৎ মরহুম মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের ক্ষুদ্র পাঠশালাটি। সেটা ছিলো আমার শৈশবকালের তীর্থস্থান। সেখানে গিয়ে লিখতে হয়েছে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়, লেমের কালি ও টনির কলম দিয়ে। সে পাঠশালায় আমার সমপাঠী বা সহপাঠী যারা ছিলো, তারা সবাই কালে বা অকালে এ জগত ছেড়ে চলে গেছে। জীবিত আছে মাত্র দু'জন আরজ আলী।

সেকালের সেই পরলোকগত সহপাঠীদের কচিমনের সাথে আমার তখনকার কচিমনের যে ভালোবাসা জন্মেছিলো, তা ভুলতে পারনি আমি আজো। তাই সময় সময় আমার এ বৃদ্ধ মনটি যেন কচি হয়ে যায় এবং স্মৃতিপটে আঁকা সেইসব বাল্যবন্ধুদের সাথে মেলামেশা ও খেলা করে। কিন্তু সে খেলায় মন-মানস তৃপ্ত হয় না। তাই আমার শৈশবের সেই কচি মনটি বন্ধুত্ব পাতাতে চায় আধুনিক কালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিমনা শিশুদের সাথে। কিন্তু আমি জানি যে, অধুনা কোনো শিশু ছাত্রই আমার মতো চুল-দাড়ি পাকা, দন্তহীন বৃদ্ধের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবে না,

AMARBOI.COM

আমাকে ভালোবাসবে না। মনের সরলতায় আমি যে আজো একজন শিশু তা কেউ বুঝবে না, বোঝবার কথাও নয়। তাই আমি স্থির করেছি যে, ছাত্ররা আমাকে ভালোবাসুক আর না-ই বাসুক, আমি তাদের ভালবাসবো। শৈশবকাল থেকেই আমার মনে বাসা বেঁধেছে পাঠশালাপ্রীতি ও ছাত্রপ্রীতি। আমি কামনা করি যে, আমার মরআত্মা যেন অনন্তকাল ধরে পাঠশালার শিশু ছাত্রদের সাথেই খেলা করে। আর তাই হবে আমার স্বর্গ-সুখ। এছাড়া অন্য কোনোরূপ স্বর্গ আমার কাম্য নয়। আর আমার সেই পাঠশালা ও ছাত্রপ্রীতির নিদর্শন হলো 'ছাত্রদের বৃত্তিদান'। অর্থাৎ আরজ ফাণ্ড থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনন্তকাল স্থায়ী প্রতিযোগিতামূলক বার্ষিক বৃত্তি প্রদান।

অর্থ আমার নেই। কেননা জীবনে অর্থের জন্য আমি সাধনা করিনি বেঁচে থাকার অতিরিক্ত। আমার কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে ১৩৬৭ সালে আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার ওয়ারিশদের দান ও বণ্টন করে দিয়ে রিক্তহস্তে সংসারত্যাগী হয়ে সে সময় থেকে আমি আমার পুত্রগণের পোষ্য হয়ে জীবনযাপন করছি। তবে ছেলেদের বলে দিয়েছি যে, অতঃপর এ বৃদ্ধবয়সে আমার দেহটি খাটিয়ে যদি কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি, তবে তার প্রতি তোমাদের কারো কোনো দাবী থাকবে না, আমি তা আমার ইচ্ছামতো কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবো। আমার ওয়ারিশগণ তাতে সম্মত ছিলো এবং এখনো আছে। বিশেষত আমার প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণে তারা যথাসম্ভব সহযোগিতাও করছে। তবে তারা এতে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্যদানে অক্ষম।

সংসারত্যাগী হয়েও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকিনি আমি, দিনমজুরী করেছি মাঠে মাঠে আমিন-রূপে। সেই মজুরীলব্ধ অর্থ দ্বারা কিছু ভূ-সম্পত্তি খরিদ করেছিলাম আমি ইতিপূর্বেই। গত বছর তা সমস্তই বিক্রয় করেছি। ক্রেতারাও প্রায় সবাই এখানেই আছেন। আমার সেই সম্পত্তি-বিক্রয়লব্ধ সামান্য পুঁজি নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের বিরাট কাজে হাত দিয়েছি। সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য খাতে আমার তহবিল ছিলো মাত্র ৪৫ হাজার টাকা এবং আমার পরিকল্পিত কাজের ব্যয় বরাদ্দ ছিলো ৬০ হাজার টাকা। আমি জানি যে, এর ঘাটতির ১৫ হাজার টাকা পূরণ করতে হবে আমাকে দিনমজুরী করে। মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবকে প্রদত্ত পরিকল্পনায় এ ঘাটতির বা তা পূরণের উপায় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ আমি করিনি। কেননা আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, যদি আমি মজুরীগিরিতে অক্ষম হই, তাহলে ভিক্ষা করবো। ভিক্ষায় আমার লজ্জা নেই। লোকে আমাকে 'ভিখারী' বলুক, তা আমি চাই। আর সেই কারণেই আমি আমার একখানি জীবনী লিখে নাম দিয়েছি তার 'ভিখারীর আত্মকাহিনী'। ভিক্ষা করা সম্প্রতি আমি শুরুও করেছি। এবারে ঢাকায় গিয়ে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধুর কাছে বই ভিক্ষা পেয়েছি ১০৮ খানা, যার মোট মূল্য ৯৮৩.৭৫ পয়সা। সে বইগুলো আমার লাইব্রেরীতে আছে।

টাকা আমার নেই। আর জীবিকা নির্বাহের জন্য আমার টাকার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় কাজ সমাধা করতে টাকার অভাব আছে, তা তো আগেই বলেছি। অভাব আছে কিছু বইপত্রের ও আসবাবপত্রের। কিন্তু তা পূরণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। সুধী মহোদয়গণ! আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে, এখন আমার জন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই। 'ভবিষ্যৎ' আমার হাতে থাকলে কোনো অভাবকেই আমি 'অভাব' বলে মনে করতাম না। তাই

AMARBOI.COM

আপনাদের কাছে আমার অভাবের একটি তালিকা পেশ করছি —

১. গরু-ছাগলের কবল থেকে ফুল-ফলের গাছ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর সরহদ্দের সীমানা বরাবর একটি দেয়াল নির্মাণ করা।
২. আগন্তুকদের পানীয় জলের জন্য একটি নলকূপ বসানো।
৩. বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয়রূপে লাইব্রেরী সংলগ্ন একটি বারান্দা নির্মাণ করা।
৪. 'দানপত্র' রেজিষ্ট্রীকরণের ব্যয় নির্বাহ করা (এটাই আমার সর্বপ্রধান সমস্যা এবং আশু প্রয়োজন)।

একবার আমি আমার ৬০ বছর বয়সের সময় ঘোষণা করেছিলাম যে, অতঃপর আমি যা কিছু উপার্জন করবো, তা সমস্তই দেশের জনকল্যাণে ব্যয় করবো। আপনারা দেখেছেন যে, তা আমি করেছি। আজ আমার ৮০ বৎসর বয়সে আবার ঘোষণা করছি যে, অতঃপর আমি যদি কোনো কাজের মজুরী পাই, কিংবা পুরস্কার বা উপহারপ্রাপ্ত হই, বা মহামান্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হই তবে তা সমস্তই আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তিদানে ব্যয় করবো। আর এজন্য উপস্থিত সুধীবৃন্দের, বিশেষ করে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের শুভদৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, আপনাদের আর আমি অধিক কষ্ট দিতে চাই না। এখন আমি মৃত্যুপথের যাত্রী। অনেকের সাথেই হয়তো এই আমার শেষ দেখা। আপনাদের মতো যে সমস্ত সুধীজনের সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটেছে, তাঁরা সবাই হচ্ছেন বিদ্যায়, জ্ঞানে, গুণে, ধনে, মানে, পরিবেশ ও আভিজাত্যে আমার সাথে এতই অসমান যে, তা পরিমাপ করা যায় না। আর আমি হলাম একজন অশিক্ষিত, পল্লীবাসী কৃষক। তাই আমি অনেক সময় আপনাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারে সৌজন্য রক্ষা করে চলতে পারিনি। হয়তো আমার ত্রুটি হয়েছে, হয়েছে বেয়াদবী। কিন্তু তা আমার অহঙ্কার নয় ; তা হচ্ছে আমার স্বকীয় অজ্ঞতা, মূর্খতা বা বার্দ্ধক্য হেতু জ্ঞানের খর্বতা। সেজন্য আমি আজ আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

আমার পল্লীবাসী ভাই ও বোনেরা, যাঁরা এখানে আছেন বা না আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এইজন্য যে, আমি আপনাদের গ্রাম্য সমাজের একজন আনাড়ি মানুষ। কেননা প্রচলিত সমাজবিধির বিরুদ্ধে আমি অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আর সেজন্য আপনারা আমাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, আমাকে পারতেন একঘরে করতে, বর্জন করতে। কিন্তু তা আপনারা করেননি। বরং আমাকে সাথে নিয়েই কাজ করেছেন সকলে সব সময়, মর্যাদা দান করেছেন। কোনো কোনো কারণে আমি আপনাদের অবহেলার পাত্র হলেও অবহেলা করেননি আমাকে কেউ কোনোদিন। তাই আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জীবনের শেষ প্রহরে বিদায় নিচ্ছি।

পরিশেষে — হে আমার মহান অতিথিবৃন্দ! সময়, শক্তি, অর্থ নষ্ট করে এবং শ্রম স্বীকার করে আপনারা আমার এ ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির সামান্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমার অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, আমাকে করেছেন গৌরবান্বিত। বিশেষত মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব উদ্বোধনপর্বে পৌরহিত্য করায় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে গৌরবোজ্জ্বল এবং তাঁর পদস্পর্শে

AMARBOI.COM

আমার লাইব্রেরীটি হয়েছে ধন্য এবং ধন্য হচ্ছে লামচরি গ্রামখানি। আমি আমার নিজের ও লামচরিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকৃতজ্ঞ মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ — শুভ হোক।

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব তাঁর ভাষণে লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে ১০০ খানা মূল্যবান পুস্তক, একটি গভীর নলকূপ ও আমার দানপত্র রেজিষ্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের অর্থ দান করার কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব আমার পরিকল্পনা মোতাবেক উত্তর লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণ লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৭৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের 'আরজ ফাণ্ড' থেকে মং ২০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। এ সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯৮০ সালের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলেও তার ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় উক্ত সালের বৃত্তিদান স্থগিত থাকে।

এ অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথি জনাব কাইয়ুম চৌধুরী (সাংবাদিক)-এর লিখিত সচিত্র একটি খবর প্রকাশিত হয় বিগত ৩০. ১১. ৮৭ (বাং) তারিখে 'ইত্তেফাক' পত্রিকায়। খবরটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

ইত্তেফাকের খবর
৩০. ১১. ৮৭

মানব কল্যাণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

বরিশাল, ১২ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা) — গ্রামের কৃষক আরজ আলী মাতুব্বর জনকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি ত বটেই, অধিকন্তু জীবনসায়াহ্নে নিজের চক্ষু দুইটি এবং মরদেহ দানের কথা ঘোষণা করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

বরিশাল হইতে ৭/৮ মাইল দূরে লামচরি গ্রামে তাঁহার বাড়ী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাঁহার না থাকায়, ছেলেবেলা হইতে তিনি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত হাজির হইতেন জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য। ফলশ্রুতিতে যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয় তাঁহার রচিত 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক গ্রন্থ দুইটি। এজন্য তিনি গত বৎসর হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনের ৬০ বৎসর পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তি তিনি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। পরবর্তী ২১ বছরে অর্জিত সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি উইল করিয়া জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। তাঁহার দানের অর্থে ইতিমধ্যেই একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একাশি বছরের বৃদ্ধ আরজ আলী মাতুব্বর এক দলিল সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর চক্ষু ব্যাংকে তাঁহার চক্ষু দুইটি দান এবং বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের জন্য তাঁহার মরদেহ দানের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিয়া ব্যতিক্রমধর্মী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়াছেন। ✗ ✗ ✗ ✗

AMARBOI.COM

১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান

১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান করা হয় ২০শে বৈশাখ ১৩৮৮ মোতাবেক ৩. ৫. ৮১ (ইং) তারিখে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মি. অরবিন্দ কর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) এবং তৎসঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করেন —

১. শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, বরিশাল।
২. বাবু সুধীর সেন, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও সাংবাদিক, বরিশাল।
৩. বাবু অরূপ তালুকদার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বরিশাল।

১৯৭৯ সালের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিলো দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এবারের (১৯৮০) বৃত্তি প্রদান করা হলো তিনটিতে। অতিরিক্ত বিদ্যালয়টি হচ্ছে চরমোনাই (মাদ্রাসা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাননীয় সভাপতি সাহেব স্বহস্তে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান করেন।

✗ ✗ ✗ ✗

সাংবাদিক বাবু অরূপ তালুকদারের লিখিত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে ২৭. ২. ৮৮ (বাং) তারিখে 'সংবাদ' পত্রিকায়। খবরটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

সংবাদ পত্রিকার খবর

২৭. ২. ৮৮

বেশ কিছুদিন থেকেই অনেকের মুখে শুনেছি এই মানুষটির কথা। আর যতবারই তাঁর কথা শুনেছি ততবারই আশ্চর্য সব কাজ-কারবার আর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। বারবার ভেবেছি এই আশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার।

না, বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন অকস্মাৎ তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন আমার কাছে, কী কাজে।

সকালের দিকে আমি যখন আমার কর্মস্থলে আসি, ঠিক সেই সময়টাতেই তিনি এলেন। তাঁকে দেখেই মনে হলো, এই মানুষটি আমার চেনা, আগে যেন কোথায় দেখেছি। পরিচয় দেওয়ার আর দরকার হলো না। বললাম, বসুন। তিনি বসলেন। বেশ দীর্ঘ চেহারা। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় বয়েস হয়েছে। শরীরেও তার ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। অথচ চোখ দু'টো বেশ উজ্জ্বল। অতি আস্তে আস্তে কথা বলেন। কোন ব্যাপারেই উত্তেজিত হন না।

এই আরজ আলী মাতুব্বর। সাং লামচরি। বলার মত শিক্ষা-দীক্ষা নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, স্কুলে পড়ার তেমন সৌভাগ্য আমার হয়নি। ক্ষেতের কাজ করেই জীবনের অধিকাংশ সময় পার হয়ে গিয়েছে।

বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা আছে মাতুব্বর সাহেবের জীবনে। অন্তরের জ্ঞান-পিপাসা বারবার তাঁকে বহু মানুষের দ্বারে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, যার কাছেই গিয়েছেন তিনি কেউ তাঁকে বিমুখ করেন নি। নিজের সীমিত শিক্ষা দিয়ে যতটা সম্ভব বিভিন্ন জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে তিনি দিনের পর দিন পড়াশুনা চালিয়েছেন। সবার চোখের আড়ালে নিজেকে তিনি তৈরী

AMARBOI.COM

করেছেন। নিজেকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে কিছু করার জন্য। সেদিন তাঁরই আমন্ত্রণে ক'জন গিয়েছিলাম বরিশাল শহরের অদূরে তাঁর আবাসভূমি লামচরি গ্রামে 'আরজ মঞ্জিল'-এ। স্পষ্ট বলা ভালো, জনাব মাতুব্বরের বহু কষ্টে বহু সাধনায় গড়ে তোলা আরজ মঞ্জিলে আমাদের মতো শহুরে মানুষের দেখার মতো তেমন কিছু নেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যতটুকু হোক, যত সাধারণই হোক না কেন — একটি সাধারণ মানুষের মানুষ-কল্যাণমুখী অসাধারণ মনের ছাপ ফুটে রয়েছে সর্বত্র। এটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। সেদিন মাতুব্বর সাহেব প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কয়েকটি বৃত্তিপ্রদানের অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন আমাদেরকে। স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) শ্রী অরবিন্দ কর, শ্রী সুধীর সেন, অধ্যাপক গোলাম কাদির আর আমি — এই চারজন সেদিন মাতুব্বর সাহেবের আতিথেয়তায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে ফিরেছিলাম শহরে। মাতুব্বর সাহেবের সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই বলে তিনি থেমে থাকার মানুষ নন। 'আরজ মঞ্জিলে' তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সাধারণ পাঠাগার, গ্রামের সাধারণ মানুষ এখানে এসে পড়াশুনা করবে। আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন, তাঁর এই পাঠাগারটি হবে আলোকস্তম্ভ — এর আলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। কোন দেশকালের ভেদ তিনি মানেন না। মানুষ মানুষ হিসাবেই স্বীকৃতি পাবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার, মানুষ হিসাবে সেবা করার মানসিকতা আসবে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই। শুধু অন্তহীন জ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে চরম অজ্ঞানতা থেকে। মাতুব্বর সাহেবের জীবনে ছোট ছোট অনেক ঘটনা রয়েছে, তাঁর এই পর্যন্ত আসার মাঝে রয়েছে অনেক দুঃখজনক ইতিহাস। আমরাও জানি — যে মানুষটি দশজন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠেন, তাঁকে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়।

আরজ আলী মাতুব্বর সম্প্রতি একটি উইল করে তাঁর যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি যা আছে সব সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে দান করে গেছেন। এমনকি তাঁর শরীরটি ও চোখ দু'টো মৃত্যুর পরে দান করা হবে বরিশালের শেরে-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে। মাতুব্বর সাহেব এ পর্যন্ত দু'খানা বই লিখেছেন, প্রথমটি 'সত্যের সন্ধান', দ্বিতীয়টি 'সৃষ্টি-রহস্য'। এই দু'টি বইয়েই আশ্চর্য আশ্চর্য সব প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। 'সৃষ্টি-রহস্য' পড়ে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, "তাঁর এই সদিচ্ছা, দ্রোহ, জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসাই আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। তাঁকে করেছে অনন্য। সমাজে এমন কল্যাণকামী মুক্তবুদ্ধির মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের মানসিক, জাগতিক ও বৈষয়িক জীবনের অনেক সমস্যার ও যন্ত্রণার অবসান ত্বরান্বিত হবে। জয়তু আরজ আলী মাতুব্বর . . .।" মাতুব্বর সাহেব সম্প্রতি আরেকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। নাম রেখেছেন 'মুক্তমন'। আশা করছি তাঁর 'মুক্তমন' প্রকাশিত হলে আরো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে — প্রসারিত হবে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। সত্যের জন্য, জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আরজ আলী মাতুব্বর এখনো আবার নতুন করে যুদ্ধে নামতে চান। কিন্তু তাঁর ভাষায়, "বয়সের ভারে এখন অবনত। তত শক্তি পাই না, কিন্তু মনের শক্তি তো ফুরোয় না।" এই মনের শক্তির জোরেই তিনি চলেছেন। চলছেন। 'সত্যের সন্ধান' বই লেখার পেছনে একটি ছোট ঘটনা আছে। যে ঘটনার মধ্যে থেকেই তাঁর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জন্মলাভ ঘটেছে।

AMARBOI.COM

তিনি বলেছেন, ১৩৩৯ সালে যখন আমার মা মারা যান, তখন আমি বরিশাল থেকে ফটোগ্রাফার আনিয়ে আমার মৃত মায়ের ছবি তুলি। এই ছবি তোলার কথা শুনে মায়ের জানাজা দিতে যারা এসেছিলেন তারা লাশ ফেলে রেখে চলে যান। তাদের বক্তব্য, ছবি তোলা হারাম। এই ঘটনা আমার মনের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে জন্ম দেয় অনেকগুলি প্রশ্নের। মায়ের জানাজা দেয়া কেন হলো না? আমার মায়ের দোষ কি? ছবি তোলা যদি হারাম হয়, তবে তার দায়ভাগী তো আমি, মা কি দোষ করেছে? বলা বাহুল্য, এমনি ধরণের অনেকগুলি প্রশ্নের ভিড় এসে মাতুব্বর সাহেবকে উতলা করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'সত্যের সন্ধান' আর 'সৃষ্টি-রহস্য'। আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কোন তত্ত্বকথায় যেতে চাইনা, শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের এই সমাজে এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মতো মানুষের বড় প্রয়োজন।

✗ ✗ ✗

পুস্তক প্রদানের অনুষ্ঠান

বিগত ২৫. ১. ৮১ তারিখে লাইব্রেরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় জেলা প্রশাসক তাঁর ঘোষিত ১০০ খানা পুস্তক প্রদানের উদ্দেশ্যে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিগত ৯. ৬. ৮১ তারিখে বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাকক্ষে। অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন —

১. মাননীয় আব্দুল আউয়াল, জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ (সভাপতি)।
২. মিসেস ফেরদৌসী বেগম, মহিলা সংসদ সদস্যা, বরিশাল।
৩. মি. অরবিন্দ কর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ।
৪. মি. তারাচরণ চাকমা, মহকুমা প্রশাসক (সদর উত্তর), বরিশাল।
৫. জনাব আবুল বাহার, সম্পাদক, বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ।
৬. অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, বরিশাল।
৭. বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, এডভোকেট, বরিশাল।
৮. বাবু সুধীর সেন, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বরিশাল।
৯. মৌ. এছহাক আলী মাতুব্বর, বরিশাল।
১০. মৌ. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর, বরিশাল।
১১. মৌ. নজরুল ইসলাম গাজী, বরিশাল।
১২. মৌ. খালেকুজ্জামান, চেয়ারম্যান, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ।
১৩. মৌ. সৈয়দ আহম্মদ, উলালঘূর্ণী।
১৪. মৌ. মোহাম্মদ হোসেন চাপ্রাসী, লামচরি।
১৫. মৌ. আ. গণি আকন, লামচরি।
১৬. মৌ. মো. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি।
১৭. মৌ. ডা. আ. আলী সিকদার, লামচরি।

AMARBOI.COM

১৮. মৌ. গোলাম রসুল মোল্লা, লামচরি।
১৯. মৌ. আ. মালেক মাতুব্বর, লামচরি।
২০. মৌ. আ. বারেক মাতুব্বর, লামচরি।
২১. মৌ. ফরিদ উদ্দিন মাতুব্বর, লামচরি।
২২. নজরুল ইসলাম মাতুব্বর, লামচরি।
২৩. শামীম আলী মাতুব্বর, লামচরি।
২৪. হারুন-উর-রশিদ মাতুব্বর, লামচরি প্রমুখ ছাড়াও শহরের বহু শিক্ষামোদী ব্যাক্তি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করি। ভাষণটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে 'বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা' পত্রিকায়, বিগত ১৬. ৬. ৮১ ও ১. ৭. ৮১ তারিখে। এখানে পুরো ভাষণটি উদ্ধৃত করা হলো।

পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণ

৯. ৬. ৮১ ইং
২৬. ২. ৮৮ বাং
স্থান — জেলা পরিষদ সভাকক্ষ।

মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

আজ আমার অতীব সৌভাগ্য ও পরম আনন্দের একটি দিন। তা এইজন্য যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নগণ্য একটি লাইব্রেরীতে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব একশত মূল্যবান পুস্তক দানের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তা প্রদান উপলক্ষ্যে আজ একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বিশেষত এ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু এ আনন্দোজ্জ্বল দিনটিতে আমার মানসগগনে দেখা দিচ্ছে এক বিষাদময় স্মৃতির কালোমেঘ। যার বর্ষণে সিক্ত হয় শুধু আমার বক্ষদেশ। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু'-একটি কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই।

জন্ম আমার ১৩০৭ সালে, লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। ১৩১১ সালে আমার বাবা মারা যান। আমার বাবার বিঘা পাঁচেক কৃষিজমি ছিলো। তা বাকি খাজনায় নিলাম করিয়ে নেন লাখুটিয়ার রায় বাবুরা ১৩১৭ সালে এবং কর্জ-দেনার দায়ে টিনের বসতঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন বরিশালের কুখ্যাত কুসীদজীবী জনার্দন সেন ১৩১৮ সালে। স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রায় বাবুরা কৃষিজমিটুকু দখল করে নিলেন বটে, কিন্তু মা'কে বাড়ি থেকে তাড়ালেন না। মা সাবেক ঘরের ভিটির উপর থাকার জন্য যে নতুন একখানা ঘর বানালেন, তা ঘর নয়, বাসা। সে বাসাখানা ছিলো দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত ও প্রস্থে চার হাত। ঘরখানা তৈরির সরঞ্জাম ছিলো ধৈঞ্চার চাল, গুয়াপাতার ছাউনী, মাদারের খাম, খেজুরপাতার বেড়া ও ঢেঁকিলতার বাঁধ। আর তারই মধ্যে ছিলো ভাতের হাঁড়ি, পানির কলসী, পাকের চুলো, কাঁথা-বালিশ সবই। রাতে শুতে হতো পা গুটিয়ে। ঘুমের ঘোরে কখনো পা মেলে ফেললে হয়তো ভাতের হাঁড়ি কাত হয়ে পড়তো বা জলের কলসী পড়ে গিয়ে কাঁথা-বালিশ ভিজে যেতো। একটি এঁটেকলা দ্বারা তখন

AMARBOI.COM

আমরা মায়ে-পুতে পান্তাভাত খেতাম দু'বেলা।

সে সময় আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। স্থানীয় জনৈক মুন্সি একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়ীতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর সে মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। অন্যান্য সকল ছেলেরই পড়ার জন্য বই ও লেখার জন্য শ্লেট-পেন্সিল ছিলো। কিন্তু আমার ছিলো না ওসব কিছুই। আমাকে পড়তে ও লিখতে হতো তালপাতা ও কলাপাতায়। অন্যদের বই পড়া দেখে মনে দুঃখ হতো। আফসোস করে মনে মনে বলতাম, আমার যদি ওরূপ একখানা পড়বার বই থাকতো, তবে তা আনন্দের সাথে পড়তাম। মার কাছে বই-শ্লেটের কথা জানালে তিনি বলতেন, "বাবা পয়সা কই?"

পড়ালেখার আগ্রহ দেখে আমার এক জ্ঞাতি চাচা একদিন আমাকে ভিক্ষা দিলেন সীতানাথ বসাক কৃত দু'আনা দামের একখানা 'আদর্শলিপি' বই ১৩২১ সালে। মনে পড়ে তখন পৌষ মাস। বইখানা ভিক্ষা পেয়ে সেদিন আমি যে কতটুকু আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। সেদিনটি ছিলো আমার জীবনের সর্বপ্রথম বই হাতে পাওয়ার দিন। তাই আনন্দ-স্ফূর্তিতে আমার মনটা যেনো ফেটে যাচ্ছিলো। আমি বইখানা হাতে নিয়ে নৃত্য করতে করতে গিয়েছিলাম প্রতিবেশীর বাড়িতে সহপাঠীদের বইখানা দেখাতে। সে বইখানা ছিলো আমার ক্ষুধার্ত মনের খাদ্য। চিবিয়ে, চুষে নানাভাবে অক্ষর ও শব্দগুলোকে উদরস্থ করতে লাগলাম। সে বইখানা পড়বার জন্য আমার নির্দিষ্ট কোনো সময় বা অসময় ছিলো না। সারাক্ষণ পড়তাম ও সাথে সাথে রাখতাম। বইখানা সাথে নিয়ে মার সাথে মামাবাড়ি বেড়াতে যেতাম। সেই বইখানা ছিলো আমার অতি সাধের সম্পত্তি। কিন্তু আমার সে সাধের সম্পত্তিটুকু রক্ষা করতে বিষাদ দেখা দিলো বর্ষাকালে।

আমাদের তখনকার ঘরখানার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছি অল্প আগেই। এ সময় সে ঘরখানার বয়স প্রায় তিন বছর। চালে বৃষ্টির পানি মানায় না। বৃষ্টির সময় বইখানা রাখবার স্থান পেতাম না কোথাও। অল্প বৃষ্টির সময় যেখানে রাখতাম, বৃষ্টি বেশী হলে সেখান থেকে সরাতে হতো, অত্যধিক বৃষ্টি হলে কোথাও স্থান পেতাম না, তখন উপুড় হয়ে বইখানা রাখতাম বুকের নীচে। সে বইখানা এখন আর আমার বুকের নীচে নেই, হয়তো তার অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আজো আমার বুকের মধ্যে রয়ে গেছে তার সেই 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, আলস্য দোষের আকর' ইত্যাদি নীতিবাক্যগুলো এবং 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল' — এই প্রভাতবর্ণনার সুখপাঠ্য কবিতাটি।

আমার সেই শৈশবকালের পুস্তকপ্রীতি হ্রাস পাচ্ছিলোনা যৌবনেও। বরং বেড়েই যাচ্ছিলো তা ক্রমশ। সাংসারিক নানাবিধ অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আমি কিছু কিছু পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করতে শুরু করি ১৩৩০ সাল থেকে, একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলবার জন্য। দীর্ঘ ১৮ বছর সাধনার ফলে আমার সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা হলো প্রায় ৯০০। আলমারী ছিলো না বলে সে পুস্তকগুলো রাখা হচ্ছিলো আমার বৈঠকঘরে তাকে তাকে সাজিয়ে। প্রকৃতি আমার সপক্ষে ছিলো না। ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিলো আমার বৈঠকঘরখানা এবং তৎসঙ্গে উড়িয়ে নিলো অতি সাধের বই-পুঁথিগুলোও। পরের দিন পথে-প্রান্তরে পেয়েছিলাম

AMARBOI.COM

দু'-চারখানা ছেঁড়া পাতা। মাতৃশোকে আমি কাঁদিনি, কিন্তু বইগুলোর দুঃখে সেদিন আমার যে কান্নার বান ডেকেছিলো, তা আমি রোধ করতে পারিনি।

ভগ্নোৎসাহ নিয়ে আবার আমি সচেষ্ট হলাম কিছু কিছু বই-পুস্তক সংগ্রহের কাজে। এবারে ১৭ বছরের প্রচেষ্টায় আমার সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা হলো প্রায় ৪০০। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে ১৩৬৫ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ঘটলো ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবারেও আমার বৈঠকখানাসহ উড়িয়ে নিলো আমার প্রাণ-প্রিয় পুস্তকগুলো। সেদিন আমি ক্ষোভে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, 'পুস্তক সংগ্রহ করবো না কখনো আর, যদি উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করতে না পারি।'

উক্ত প্রতিজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ ২১ বছরের কায়িক শ্রমে অর্জিত অর্থের দ্বারা আমি ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছি বিগত ১৩৮৬ সালে এবং তা উৎসর্গ করেছি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে, যার শুভ-উদ্বোধন পর্বে পৌরহিত্য করেছেন মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব বিগত ২৫ জানুয়ারী তারিখে।

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব ও শ্রদ্ধেয় সভাসদবৃন্দ !

আপনারা এখন হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, নব-নির্মিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি আমার সুদীর্ঘ ৫৬ বছরের বিফল-সফল সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। আমার এ লিখিত বাণীগুলো উপন্যাস নয় — ইতিহাস। এর কিছু পরিচয়-পত্র এখানেও আছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব এখানে আছেন। তিনি আমারে ভালোভাবে জানেন। তাঁকে 'বন্ধু' বলে পরিচয় দেবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, বলতে পারি আমি তাঁর 'অনুগামী' ১৯৪৪ সাল থেকে। তিনি জানেন না বা শোনেননি — আমার জীবনে এমন ঘটনা বিরল। তিনি আমার মানসগগনের ধ্রুবতারা, চলার পথে দিগ্‌দর্শন।

আমার বর্তমান লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি কোনোরূপ পুস্তকাদি সংগ্রহে মনোযোগী হইনি কখনো প্রতিজ্ঞা রক্ষার কারণেই এবং এখন পারছি না আর্থিক অনটনের কারণে। কেননা লাইব্রেরী নির্মাণ ও কিছু আসবাবপত্র তৈরিতে নিঃশেষ হয়ে গেছে আমার সামান্য পুঁজি প্রায় সবই। আমার কেনা বইয়ের সংখ্যা এখনো নগণ্য। তবে বাংলাদেশ লেখক শিবির থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার এবং ঢাকাস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধুর প্রদত্ত দান ও উপহার সমেত আমার লাইব্রেরীটির বর্তমান মজুত বইয়ের সংখ্যা মাত্র ৪০০।

নিয়তির নির্মমতায় আমি কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইনি প্রচলিত নিয়মমাফিক। তাই কোন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আমার শিক্ষায়তন নয়, আমার শিক্ষায়তন হচ্ছে লাইব্রেরী। **দীর্ঘকাল বিভিন্ন লাইব্রেরীর সংস্পর্শে থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানালোক বিতরণের কেন্দ্র, বলা যায় 'আলোকস্তম্ভ'। লাইব্রেরী অমানুষকে মানুষ বানাতে পারে, পারে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে।** হোক না কেন তারা সংখ্যায় শত বা হাজার-এ দু'-এক জন। আমার সে বিশ্বাসের বলেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী। আর ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে করেছি আমি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। হয়তো প্রশ্ন হবে যে, লামচরির মতো একটি নিভৃত পল্লীতে এরূপ একটি ক্ষুদ্র মশাল জ্বালিয়ে দেশের কতটুকু স্থান আলোকিত করা যাবে ? এর উত্তর দিচ্ছি।

AMARBOI.COM

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের আদেশ মোতাবেক আমি আমার লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম তাঁর কাছে বিগত ১. ৩. ৮০ (ইং) তারিখে। তাতে এক জায়গায় আমি বলেছিলাম, "আমি আশা করি যে, এতে আমাদের পল্লী অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার কিঞ্চিৎ সুবিধে হবে এবং এ লাইব্রেরীটির অনুকরণে হয়তো দেশের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠবে। তবে আমার এ পরিকল্পনাটিকে সফল করতে আবশ্যক হবে এর ব্যাপক প্রচারের। তাই আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার এ পরিকল্পনাটির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যদি এতে দেশের কোনরূপ মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে বলে মনে করেন।"

আজ মনে পড়ে আমরা শৈশবকালের সেই 'আদর্শলিপি' বইখানা প্রাপ্তির আনন্দের দিনটিকে। সে দিনটি ছিল আমরা শৈশবকালের এবং আজকের দিনটি হচ্ছে আমার অন্তিমকালের পুস্তকপ্রাপ্তির আনন্দের দিন। এ দু'টি দিন যেন আমার জীবনের দু'দিকের দু'টি মেরুবিন্দু। যদিও আমার সে দিনটিতে ও এ দিনটিতে সামঞ্জস্য রয়েছে অনেক, তবুও বিবিধ কারণে আমার জীবনে আজকের এ দিনটিই গৌরবোজ্জ্বল, সুমহান। এ বিষয়ে আমি তুলনামূলক কিঞ্চিৎ আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

১. সেদিনে আমার দানপ্রাপ্ত পুস্তকের সংখ্যা ছিলো মাত্র একখানা। আর এদিনের সংখ্যা একশত।

২. সেদিনের পুস্তকখানার দাম ছিলো মাত্র দু' আনা। আর এদিনের মূল্য দু'হাজার টাকা বা তারো বেশী, বলা যায় — অমূল্য।

৩. সেদিনের পুস্তকখানা ছিলো মাত্র একজন লোকের পাঠ্য। আর এদিনের পাঠক অসংখ্য।

৪. সেদিনের বইখানা করেছে শুধু পূজা ও লেখার শক্তি দান। আর এদিনের পুস্তকমালা মেটাবে মানুষের বহুমুখী জ্ঞানের পিপাসা।

৫. সেদিনের পুস্তকখানাতে ছিলো আমার মালিকানা স্বত্ব। আর এদিনের পুস্তকমালার আমি বাহক মাত্র। কেননা আমার লাইব্রেরীটি জনকল্যাণে উৎসর্গিত।

৬. সেদিনের পুস্তকখানা ছিলো মাত্র এক বা দু'বছরের পাঠ্য। আর এদিনের পুস্তক হবে মানুষের যুগ-যুগান্তের সাথী।

৭. সেদিনের পুস্তকখানা গ্রহণে আমার যে আনন্দ ছিলো, তা ছিলো — চরম দুঃখের ঘোর দুর্দিনে বালসুলভ আনন্দ। আর এদিনের আনন্দ হচ্ছে আমার পরিণত বয়সের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অনাবিল আনন্দ। তাই এ মহানন্দ নিয়ে আজ গ্রহণ করবো আমি — মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের ঔদার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রদত্ত অমূল্য গ্রন্থাবলী।

পরিশেষে — আমি মনে করি যে, আমার চরিত্রের প্রশংসা করেন, কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন — এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে এতোই অল্প যে, তাঁদের অঙ্গুলি সংকেতে গণনা করা যায়। আমার মনে হয় যে, মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব সেই অল্পসংখ্যকের একজন। আমি তাঁর সৌরভময় জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ — শুভ হোক।

AMARBOI.COM

প্রখ্যাত বাগ্মী ও আইনজীবী জনাব বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, বাবু সুধীর সেন, অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সভায় ভাষণ দান করেন। শেষপর্বে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব আমার হস্তে একখানা পুস্তক প্রদান করেন এবং বরিশালের সুখ্যাতা মহিলা এম. পি. মিসেস ফেরদৌসী বেগমকে আমার হস্তে একখানা পুস্তক প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি আমার হস্তে একখানা পুস্তক অর্পণ করে তাঁর সৌজন্য রক্ষা করেন। মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের প্রদত্ত ১০০ পুস্তকের মূল্য ৩৩৯৩.৫০ টাকা। কিন্তু তার বিষয়গত মূল্য সীমাহীন।

আলোচ্য লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে সর্বসমক্ষে আমার প্রিয় স্বজন মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর আমার হস্তে একখানি ২৫০০.০০ টাকার চেক প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক সাহেবের পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে বিগত ১৬.৬.৮১ তারিখে, 'বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা' পত্রিকায়। খবরটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

বাকেরগঞ্জ পরিক্রমার খবর
১৬. ৬. ৮১

অবহেলিত একটি প্রতিভার স্বীকৃতি
বাকেরগঞ্জ জিলা পরিষদ কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার দান

বরিশাল, ৯ জুন। আজ পূর্বাহ্নে বাকেরগঞ্জ জিলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পরিষদ মিলনায়তনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাধারণ গ্রামীণ সমাজের অনন্যসাধারণ এক প্রতিভা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার জনাব আরজ আলী মাতুব্বর প্রতিষ্ঠিত গণপাঠাগারের জন্য পরিষদ কর্তৃক একশত মূল্যবান পুস্তক দান করা হয়। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে জনাব মোশাররফ হোসেন উক্ত পাঠাগারের জন্য ২৫০০.০০ টাকা দান করেন। জিলা প্রশাসক জনাব আবদুল আউয়াল সহ সরকারী-বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আরজ আলীর শ্রম, শিক্ষানুরাগ ও প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবেই তাঁহাকে এ পুস্তক ও অর্থ দান করা হয়। পুস্তক হস্তান্তরকালে অনুষ্ঠানের সভাপতি জিলা প্রশাসক জনাব আবদুল আউয়াল বলেন যে, জনাব আরজ আলী বরিশাল তথা বাংলাদেশের এক কৃতী সন্তান। তিনি এই দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) মি. অরবিন্দ কর, অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির ও মি. সুধীর সেন প্রমুখও সেখানে বক্তব্য রাখেন।

AMARBOI.COM

✗ ✗ ✗ ✗

বার্ষিক অধিবেশন
ও '৮১ সালের বৃত্তিদান

১০ জানুয়ারী ১৯৮২

পরিকল্পনা মোতাবেক আমার লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য আছে প্রতিবছর ৩রা পৌষ অর্থাৎ আমার জন্মদিনে, আর অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিদানের দিন ধার্য আছে প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ আমার জন্মমাসে। কিন্তু দানপত্র সম্পাদনপূর্বক

কমিটি গঠনের পূর্বে 'অধিবেশন'-এর প্রশ্ন আসেনি। বিগত ৫. ১২. ৮১ মোতাবেক ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ তারিখে 'ট্রাস্টনামা' (দানপত্র) সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত হলে পরিকল্পনা মোতাবেক বার্ষিক অধিবেশন বসার কথা ৩রা পৌষ ১৩৮৮ তারিখে। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে আমি উক্ত তারিখ রক্ষা করতে পারিনি। তাই অধিবেশন বসাতে হলো বৃত্তিদানের নির্ধারিত তারিখে। অর্থাৎ পৌষমাসের শেষ রবিবার বনাম ১০. ১. ৮২ তারিখে।

আজকের অধিবেশনটিকে বলা হচ্ছে বার্ষিক অধিবেশন। বস্তুত ইহা লাইব্রেরী পরিচালক কমিটি-এর প্রাথমিক অধিবেশনও বটে। পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালক কমিটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১২ জন। তন্মধ্যে পদাধিকার বলে মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব হচ্ছেন কমিটির স্থায়ী সভাপতি।

আজকের অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় সিরাজুল ইসলাম সাহেব নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁর সহগামী হয়ে আসেন নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ —

১. জনাব সিরাজউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল (অতিথি)।
২. জনাব মো. মতিউর রহমান, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, বরিশাল (অতিথি)।
৩. জনাব মো. মোজাফফর হোসেন, পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা (অতিথি)।
৪. জনাব কাজী গোলাম কাদির, প্রাক্তন অধ্যাপক, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (সদস্য)।
৫. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল (সদস্য)।

রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল অনুসারে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির প্রথম সভা অদ্য ১০. ১. ৮২ তারিখ বেলা ১টায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে কমিটির সভাপতি বাকেরগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, এবং পরিচালক কমিটির ১২ জন সদস্যের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ৯ জন সদস্য উপস্থিত হলে সভার কাজ শুরু করা হয়।

উপস্থিত সদস্য

১. মো. সিরাজুল ইসলাম।
২. কাজী গোলাম কাদির।
৩. মো. হানিফ।
৪. ফজলুর রহমান।
৫. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর।
৬. মোসলেম উদ্দিন মাতুব্বর।
৭. ডা. আবদুল আলী সিকদার।
৮. মো. গোলাম রছুল মোল্লা।
৯. আরজ আলী মাতুব্বর।

সভার আরম্ভে 'ট্রাস্টনামা' নামীয় রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিলখানা মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণকে পড়িয়ে শোনানো হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

AMARBOI.COM

সিদ্ধান্তসমূহ

১. সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালক কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যগণকে তাঁদের পাশের বর্ণিত পদে নির্বাচিত করা হয়।

ক.	অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির	সহ-সভাপতি।
খ.	জনাব মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর	কোষাধ্যক্ষ।
গ.	জনাব আরজ আলী মাতুব্বর	সম্পাদক।

২ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠিত হয়।

ক.	জনাব ইয়াছিন আলী সিকদার	সভাপতি।
খ.	জনাব আরজ আলী মাতুব্বর	সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।
গ.	জনাব মোসলেম উদ্দীন মাতুব্বর	সদস্য।
ঘ.	জনাব ডা. আ. আলী সিকদার	সদস্য।
ঙ.	জনাব গোলাম রছুল মোল্লা	সদস্য।

৩. লাইব্রেরীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনান্তে অনুমোদিত হয়।

৪. স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি বিনামূল্যে লাইব্রেরীর নামে পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ জানান হয়।

৫. রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলসমূহ ব্যবহারের সুবিধার জন্য ছাপানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লাইব্রেরীর উন্নয়নের জন্য মাননীয় সভাপতি সাহেব ৩০০০.০০ টাকা আর্থিক দান ঘোষণায় উপস্থিত সকলে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

সভায় উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ

১. সিরাজউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
২. মো. মতিউর রহমান, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, বরিশাল।
৩. মো. মোজাফফর হোসেন, পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
৪. আ. গনি আকন (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৫. সফিউদ্দিন হাং (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৬. মো. হোসেন (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৭. আবদুল মান্নান মৃধা।
৮. মো. আব্দুল মজিদ হাং।
৯. মো. রত্তন আলী খান।
১০. মো. আ. রশীদ খান।
১১. আ. ছত্তার মিয়া।
১২. আ. গফুর সিকদার।
১৩. বন্দে আলী গোলদার।
১৪. আক্কেল আলী হাওলাদার।

অধিবেশনের শেষপর্বে রে. 'ট্রাস্টনামা' দলিল মোতাবেক চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মং ৪০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

AMARBOI.COM

রজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলসমূহের অনুলিপি

ক. ট্রাস্টনামা

রে. তাং ..... দলিল নং .....

১। লিখিতং ১। আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন লামচরি, ষ্টেশন কোতয়ালী, জিলা বরিশাল, ধর্ম ইসলাম, পেশা জমা-জমি ইত্যাদি।

কস্য ট্রাস্টনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে জিলা বরিশালের কোতয়ালী থানাধীন লামচরি গ্রাম নিবাসী আমি একজন সামান্য কৃষক। জন্ম আমার ৩রা পৌষ, ১৩০৭ সালে। আমার তিন পুত্র, চারি কন্যা ও এক স্ত্রী বর্তমান।

আমার উর্ধ্বতন ৫ (পাঁচ) পুরুষের দশ ব্যক্তির বয়সের গড় হিসাব করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের গড় পরমায়ু ছিল ৬০ (ষাট) বৎসর, তাই আমার বংশের রেওয়াজ মোতাবেক আমিও আমার পরমায়ু ৬০ (ষাট) বৎসর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। উক্ত কল্পনার ভিত্তিতে ১৩৬৭ সালে আমার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে আমি আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘোষণাপূর্বক আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার ওয়ারিসগণের মধ্যে (ফরায়েজ বিধান মতে) দান-বণ্টন করিয়া দিয়া কৃষিকাজ তথা সংসারী কাজ পরিত্যাগপূর্বক আমি আমার পুত্রদের পোষ্য হইয়া জীবন যাপন করিতেছি।

সম্পত্তিদান ও বণ্টনকালে আমি আমার ওয়ারিসগণকে বলিয়া রাখিয়াছি, "এখন ১৩৬৭ সাল হইতে আমি মৃত্যুপথের যাত্রী। নিজ দেহটি ভিন্ন এখন আমার হাতে কোন সম্পদই নাই। সুতরাং ইহার পরবর্তী জীবনে শুধু আমার এই দেহটি খাটাইয়া যদি কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারি, তবে তাহা সমস্তই দেশের জনকল্যাণমূলক কোন কাজে দান করিব। তাহাতে তোমাদের কাহারো কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।"

দারিদ্র্যনিবন্ধন আমি শৈশবে কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাই নাই। পেটের দায়ে আমাকে কৃষিকাজ শুরু করিতে হইয়াছে অল্প বয়সেই। মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য পাঠের কাজও করিয়াছি আমি ঘরে বসিয়াই। ইদানিং কৃষিকাজে ইস্তফা দিলেও মাঠের কাজে লিপ্ত আছি আমি আজও। কেননা কৃষিকাজের সাথে সাথে জরিপ কাজেরও সামান্য চর্চা করিয়াছিলাম ১৩৩২ সাল হইতে। সেই জরিপ কাজের মাধ্যমে আমার অবসর জীবনে অদ্যাবধি যে বিত্ত ও অর্থ উপার্জন করিতে পারিয়াছি, তাহার আনুমানিক মূল্য মং ৬০,০০০.০০ ষাট হাজার

AMARBOI.COM

টাকা। মৃত্যুকে আসন্ন জানিয়া আমার পূর্বঘোষণা মোতাবেক এখন আমি তাহা সমস্তই দেশের জনকল্যাণমূলক কাজে দান করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছি, তাই ক—ঝ নং তফসীলে লিখিত যাবতীয় সম্পত্তি নিম্নে বর্ণিত পরিকল্পনা সাপেক্ষে অত্র ট্রাস্টনামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১ (পাঁচ, বার, একাশি)।

পরিকল্পনাসমূহ

১. লাইব্রেরী স্থাপন

শহরে বন্দরে থাকিলেও এই দেশের পল্লী অঞ্চলে বিশেষত আমাদের অঞ্চলে 'পাবলিক লাইব্রেরী' দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমি আমার নিজ গ্রামে একটি 'পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি বিগত ১৩৮৬ সালে। আমি আশা করি যে, ইহাতে আমাদের পল্লী অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে এবং এই লাইব্রেরীটির অনুকরণে হয়ত দেশের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিবে। লাইব্রেরীটির পরিকল্পনাকালে ইহার নাম রাখা হইয়াছিল 'আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী', অতঃপর ইহাকে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী বলা যাইবে।

লাইব্রেরী ভবনটি পাকা, ইহার পরিসর ১৬´ × ১৪´ ফুট, ইহার মধ্যে ১৪´ × ৬´ ফুট একটি বারান্দা, এইখানে বসিয়া পাঠকবৃন্দ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। ১০´ × ৪´ ফুট একটি প্রকোষ্ঠ, এইখানে আমার ব্যবহার্য কিছু কিছু জিনিসপত্র (স্মৃতিমালা) রক্ষিত থাকিবে। অবশিষ্ট অংশ ১০´ × ১০´ ফুট পুস্তকাগার।

লাইব্রেরী ভবনটি যে জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাণ .০৫ শতাংশ। ইহার মধ্যে $\frac{১}{২}$ শতাংশ লাইব্রেরী ভবন, $\frac{৩}{৪}$ শতাংশ সমাধিস্থান, $\frac{৩}{৪}$ শতাংশ ফুলবাগান, $১\frac{১}{২}$ শতাংশ প্রাঙ্গণ এবং $১\frac{১}{২}$ শতাংশ ফল ও সব্জি আবাদী জমি।

২. লাইব্রেরীর কার্যক্রম

কৃষক ও শ্রমিক অধ্যুষিত এই লামচরি গ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক সংগতির যেমন অভাব, তেমন অভাব সময়েরও। এইসবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত অনুসারে স্থির করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র রবিবার বেলা ২টা হইতে রাত ১০টা পর্যন্ত লাইব্রেরীটি খোলা রাখিতে হইবে। লাইব্রেরীতে সাধারণত দুই শ্রেণীর পাঠক থাকিবে — সাধারণ পাঠক ও সদস্য পাঠক। সাধারণ পাঠকগণ বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত লাইব্রেরী ভবনে বসিয়া পুস্তকাদি পড়িতে পারিবেন। ইহাদের কোন চাঁদা দিতে হইবে না। সদস্য পাঠকগণ পুস্তকাদি নিজ বাড়িতে নিয়া পড়িতে পারিবেন। এবং লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির নির্ধারিত হারে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে। (বর্তমানে ইহাদের মাসিক চাঁদা তিন টাকা হারে ধার্য আছে।)

প্রকাশ থাকে যে —

ক. যদি কোনও মহৎ ব্যক্তি এই লাইব্রেরীর তহবিলে এককালীন অন্যূন পাঁচশত নগদ টাকা বা তাহার সমমূল্যের কোন বস্তু দান করেন, তবে তিনি এই লাইব্রেরীর একজন 'সদস্য পাঠক'

AMARBOI.COM

হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার মাসিক চাঁদা দিতে হইবে না। তবে লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

খ. যদি কোনও ব্যক্তি 'আমার স্ববংশ' বলিয়া পরিচিত হয়, বা সুদূর ভবিষ্যতে আমার বংশের পরিচয়পত্র অর্থাৎ 'বংশতালিকা' দেখাইতে সক্ষম হয়, তবে সে এই লাইব্রেরীর একজন 'সদস্য পাঠক' হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার কোন চাঁদা দিতে হইবে না। তবে উভয়ত আবেদনপত্রসহ যথারীতি 'সদস্য তালিকা' ভুক্ত হইতে হইবে।

গ. কোন বিদ্যালয়ের স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীগণ সদস্য পাঠকদের অনুরূপ নিজ বাড়িতে নিয়া বই পড়িতে পারিবে, অথচ তাহাদের মাসিক চাঁদা দিতে হইবে না। কিন্তু তাহাদের অভিভাবকদের লিখিত আবেদনপত্র দ্বারা পুস্তকাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

লাইব্রেরী ভবনটির সামনে একটি বারান্দা নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তাহা নির্মিত হইলে সেখানে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩. লাইব্রেরীর পরিচালক ও পরিচারক

আমার অবর্তমানে লাইব্রেরীটির একজন পরিচালক ও একজন পরিচারক আবশ্যক হইবে, পরিচালক লাইব্রেরীর পুস্তকাদি রক্ষণাবেক্ষণ, আদান-প্রদান, শৃঙ্খলারক্ষা ও আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র রক্ষা করিবেন, এবং পরিচারক লাইব্রেরীর সমুদয় প্রত্যেকটি অংশের সৌন্দর্য রক্ষণ ও তাহা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। তাহারা উভয়ে একযোগে লাইব্রেরী সংলগ্ন যে ১½ শতাংশ ফল ও সব্জি আবাদী জমি আছে, তাহাতে কোন ফল বা সব্জি জন্মাইয়া তাহা ভোগ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া আপাতত আমি তাহাদের উভয়ের জন্য বার্ষিক মং ৪৫০.০০ চারিশত পঞ্চাশ টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি, তবে আমি কর্মক্ষম থাকা পর্যন্ত উক্ত পরিচালক ও পরিচারকের কাজ আমিই করিব।

এখানে উল্লেখ্য, লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ভাতা গ্রহণে কাজ করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ সম-যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণের মধ্যে আমার বংশের লোকের দাবী অগ্রগণ্য হইবে।

৪. লাইব্রেরী স্থানান্তর

এইরূপ কোন ঘটনা না ঘটুক — যদি কোন নৈসর্গিক কারণে (নদী সিকস্তী বা অন্য কিছু) আমার প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তর করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে তাহা পার্শ্ববর্তী মৌজা বা এই (চরবাড়িয়া) ইউনিয়নের অন্য কোন সুবিধামত স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে (হয়ত তখন ইউনিয়ন পরিষদের স্থলে মিউনিসিপ্যাল কমিটিও হইতে পারে)। কিন্তু সেই কাজে ইউনিয়ন পরিষদ বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি যদি অপারগ হয় বা অসম্মতি জানায়, তবে আমার লাইব্রেরীর পুস্তকাদি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর অধিকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কেননা বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাইব্রেরীর পরিচালক ও সেরেস্তাদি না থাকার দরুন সাধারণ তহবিলের ব্যয় সাশ্রয়ের ফলে 'উদ্বৃত্ত তহবিল'-এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তখন উদ্বৃত্ত

AMARBOI.COM

তহবিলের সেই অর্থ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং তখন 'সংরক্ষিত তহবিল'-এর লভ্যাংশের টাকাও এই কাজে ব্যয়িত হইবে।

আলোচ্য অবস্থায় লাইব্রেরীর 'পরিচালক কমিটি' ভুক্ত একমাত্র সভাপতি (জেলা প্রশাসক) ভিন্ন অন্য কোনো সদস্য বহাল থাকিবেন না। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি তখন জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্বাধীনে বিদ্যালয়সমূহে যথানিয়মে বৃত্তিদান করিবেন।

পরিশেষে উক্ত অবস্থায় আমার সমাধিস্থ মৃত-অঙ্গপূর্ণ কাঁচের বৈয়মটি এবং লাইব্রেরীর প্রকোষ্ঠে রক্ষিত 'বস্তুমালা' (যথাসম্ভব) দেশের কোনও যাদুঘরে রক্ষা করা কাম্য।

৫. বৃত্তিদান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে 'প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি' প্রদানের একটি নিয়ম প্রবর্তন ও প্রদান করিয়াছিলাম আমি ১৩৮৬ সালে, দুইটি বিদ্যালয়ের জন্য। কিন্তু ১৩৮৭ সালের বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে তিনটিতে। যথা — ক. উত্তর লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খ. দক্ষিণ লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ. চরমোনাই (মাদ্রাসা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইহা ছাড়া বর্তমান (১৩৮৮) সালে অন্য আর একটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের আশা পোষণ করি এবং সেইটি হইবে চরবাড়িয়া লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুতরাং বর্তমানে আমার দ্বারাদিকৃত বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা চারটি।

প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সে-ই উক্ত পুরস্কার পাইবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক এককালীন বৃত্তি প্রদানের অর্থের পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ :—

প্রথম	শ্রেণী	—	১০.০০ টাকা
দ্বিতীয়	শ্রেণী	—	১৫.০০ টাকা
তৃতীয়	শ্রেণী	—	২০.০০ টাকা
চতুর্থ	শ্রেণী	—	২৫.০০ টাকা
পঞ্চম	শ্রেণী	—	৩০.০০ টাকা
		একুন —	১০০.০০ টাকা

(চারি বিদ্যালয়ে মোট ৪০০.০০ টাকা)

বৃত্তিদানের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তাঁহার বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীদের নামের তালিকা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই বৃত্তিদান করা সমীচীন। কিন্তু অনিবার্য কারণে ১৩৮৬-১৩৮৭ সালের বৃত্তিদান করা হইয়াছে যথাক্রমে ১১ই মাঘ ১৩৮৭ ও ২০শে বৈশাখ ১৩৮৮ তারিখে। ভবিষ্যত বৎসরগুলিতে প্রত্যেক 'পৌষ মাসের শেষ রবিবার'-এ বৃত্তিপ্রদানের তারিখ ধার্য হওয়া কাম্য, কেননা 'জন্মদিন' না হইলেও পৌষ আমার 'জন্মমাস' বটে। পরিচালক কর্তৃপক্ষ সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

AMARBOI.COM

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র চারিটি। কিন্তু অনুকূল অবস্থার দরুন আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিলে ভবিষ্যতে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরও বাড়ানো যাইবে এবং তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে এই লাইব্রেরীটি হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বের বিদ্যালয়সমূহকে অগ্রে নির্বাচিত করিতে হইবে, পরে যথাক্রমে দূর হইতে দূরতর বিদ্যালয় নির্বাচিত হইতে পারিবে। বৃত্তিটির নাম হইবে 'আরজ বৃত্তি'।

[এতদ্ভিন্ন ট্রাস্টনামা সম্পাদনের পরের পরিকল্পনা মোতাবেক ঘোষণা করছি যে, লামচরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে এককালীন মং ১৫০.০০ টাকা বৃত্তিদান করতে হবে। বৃত্তিদানের তারিখ থাকবে প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষ রবিবারে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের একই দিনে। বৃত্তিদানের তারিখের পূর্বে যথাযোগ্য ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয়পত্রসহ (নির্ধারিত তারিখে বৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে) লাইব্রেরী ভবনে তাদেরকে পাঠানোর জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ জানাতে হবে। বৃত্তিদানের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ —

৬ষ্ঠ শ্রেণী	—	২০.০০ টাকা
৭ম শ্রেণী	—	২৫.০০ টাকা
৮ম শ্রেণী	—	৩০.০০ টাকা
৯ম শ্রেণী	—	৩৫.০০ টাকা
১০ম শ্রেণী		৪০.০০ টাকা
		মোট ১৫০.০০ টাকা

এমন না হোক, যদি কোনো কারণে উক্ত বিদ্যালয়টি বর্তমান বা চালু না থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত নিকটতম কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে বৃত্তিদান করতে হবে এবং তা অনন্তকাল চলবে।]

AMARBOI.COM

৬. পুরস্কার প্রদান

মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে 'বিশ্বমানবতা' বনাম 'মানবধর্ম'-এর উৎকর্ষজনক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য রচয়িতাকে বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা (প্রতিযোগিতামূলক) পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে এই পুরস্কার বিতরণ করা যাইবে। এই মর্মে প্রবন্ধ সংগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানানুষ্ঠান সম্পাদনার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইতে হইবে। আমি আশা করি যে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আমার এই কাজে সহযোগিতা দান করিবেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত তারিখে বা তৎপূর্বে বিভাগীয় প্রধানের কাছে উক্ত টাকা পাঠাইতে হইবে এবং এই পুরস্কার আবহমানকাল চলিতে থাকিবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি আমার প্রদত্ত অর্থের ন্যূনতা বা এই কাজটিকে 'বাহুল্য ঝামেলা' মনে করিয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমার ঈপ্সিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পাদনায় অসম্মতি জানান, তবে উক্ত টাকার দ্বারা অতিরিক্ত একটি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথানিয়মে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে।

৭. সমাধি ভবন

লাইব্রেরী ভবনের সরহদ্দের মধ্যে আমি আমার জন্য একটি পাকা সমাধি ভবন নির্মাণ করিয়াছি এবং আমার ৮০তম জন্মদিনে (৩রা পৌষ ১৩৮৬) আমার দেহের মৃত অংশসমূহ যথা — চুল, দাড়ি, নখ ও কিছুসংখ্যক দাঁত আনুষ্ঠানিকভাবে তন্মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছি। আমার মনে হয় যে, আমার শবদেহটি সমাধিস্থ করিবার চরম অনুষ্ঠান ইহাই। কেননা লঞ্চডুবি, ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে এমনভাবে আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে, যাহাতে ওয়ারিসগণ আমার মৃতদেহ দাফন করিবার জন্য সুযোগ নাও পাইতে পারে ; সর্বোপরি — কোনরূপ বাধার সম্মুখীন না হইলে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল ও দেশের তথা জাতির মঙ্গল কামনায় আমি আমার শবদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিবার জন্য আশা পোষণ করি।

আমার সমাধি ভবনটি আমি পরম আনন্দের সহিত লাইব্রেরী ভবনটির সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া নির্মাণ করিয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, ঐটি সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রাখিবার দায়িত্বভার লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন। উহার মেরামতাদি কাজের ব্যয়ভার বহন করা হইবে আমার 'সংরক্ষিত তহবিল'-এর মুনাফার টাকা হইতে।

৮. জন্মদিবস উদ্‌যাপন

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, জন্ম আমার ৩রা পৌষ, ১৩০৭ সালে। সুতরাং আমার বর্তমান (১৩৮৮) বয়স প্রায় ৮১ বৎসর। আমি আমার ৬৬ বৎসর বয়স হইতে 'জন্মদিবস' অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছি। এবং আমি আশা করি যে, তাহা আমরণ পালন করিব। আর ইহাও আশা করি যে, মৃত্যুর পরেও আমার 'জন্মদিবস'টি যথারীতি প্রতিপালিত হইবে। তবে সে জন্য বিশেষ কোনও আড়ম্বর আবশ্যক হইবে না। শুধু ঐ দিনটির সার্থকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বৎসর ৩রা পৌষ তারিখে (আমার জন্মদিনটিতে) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপন

আমি আশা করি যে, জন্মদিনটির মত আমার মৃত্যুদিনটিও প্রতিপালিত হইবে। সেই দিনটিতে থাকিবে স্থানীয় এতিম, মিসকিন ও দীন-দুঃখীদের কিঞ্চিৎ দান-খয়রাতের ব্যবস্থা। সে উদ্দেশ্যে আমি বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। এবং দানের নিয়মাবলী আমার 'অছিয়তনামা'-এ (আমার ওয়ারিসগণের প্রতি) লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার মৃত্যুর পূর্বে উক্ত ১০০.০০ টাকা আমার জন্মদিনে দান করা হইবে।

১০. অতিথি সেবা

বার্ষিক অধিবেশন কিংবা আমার প্রতিষ্ঠানসমূহ দর্শনাভিলাষে যদি কোন দূরাঞ্চলের পর্যটক অতিথি আসেন, তবে তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য বার্ষিক মং ৩০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। আবশ্যক ও সম্ভব হইলে কার্যকরী কমিটি ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

AMARBOI.COM

১১. আরজ ফাণ্ড

আমার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে 'আরজ ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড গঠন করিয়াছি এবং তাহাতে চার শ্রেণীর তহবিল থাকিবে। যথা — ক. বিশেষ তহবিল, খ. সাধারণ তহবিল, গ. উদ্বৃত্ত তহবিল এবং ঘ. সংরক্ষিত তহবিল। উল্লেখ্য যে, উদ্বৃত্ত তহবিলের টাকা বিশেষ তহবিলের সঙ্গে একত্রে ব্যাংকে মজুত থাকিবে।

ক. **বিশেষ তহবিল** — এই তহবিলটি গঠনের উদ্দেশ্যে আপাতত মং ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা বরিশাল জনতা ব্যাংকে (চেক নং এফ. ডি. ৩৬৬১১২/১০৮ তাং ৩. ৪. ৭৯) মজুত রাখা হইয়াছে। বর্তমান রেওয়াজ মোতাবেক উক্ত টাকার সুদ বাবদ বার্ষিক মং ১৫০০.০০ টাকা মুনাফা পাওয়া যাইবে। উক্ত মুনাফার টাকা হইতে বার্ষিক মং ১৪৫০.০০ টাকা সাধারণ তহবিলে জমা হইবে। অবশিষ্ট ৫০.০০ টাকা (সুদ ও তস্য সুদ সমস্তই) ব্যাংকের তহবিলে মজুত থাকিবে। সেই মজুত তহবিলের টাকাকে (প্রাথমিক মজুত দশ হাজার বাদে) উদ্বৃত্ত তহবিল বলা যাইবে। 'বিশেষ তহবিল' ভুক্ত টাকা কখনও তোলা যাইবে না।

[এতদ্ভিন্ন ট্রাস্টনামা সম্পাদনের পরের পরিকল্পনা মোতাবেক ঘোষিত হচ্ছে যে, লামচরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে জনতা ব্যাংকে (বরিশাল চকবাজার শাখা, হিং নং এফ. ডি. ০৬২০২৪/২১৪, তাং ২৮. ৬. ৮২) মং ৩৩৫.০০ টাকা স্থায়ী আমানত রাখা হয়েছে এবং অচিরেই আরও ৬৬৫.০০ টাকা আমানত রাখা হবে। তখন এর মোট তহবিল দাঁড়াবে মং ১০০০.০০ টাকা এবং বর্তমান রেওয়াজ (শতকরা ১৫ টাকা) মোতাবেক তাতে বার্ষিক মং ১৫০.০০ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। সেই সুদের টাকা দ্বারা সম্পাদিত ট্রাস্টনামার ৫নং দফের শেষভাগে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত নিয়ম মতে বৃত্তিপ্রদান করতে হবে। সুদের হার বৃদ্ধির দরুন ভবিষ্যতে কখনও বিশেষ তহবিলের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা সাধারণ তহবিলে (১১-খ নং দফে) ভুক্ত হবে।
মূল তহবিলের ১০০০.০০ টাকা কখনও তোলা যাবে না।]

খ. **সাধারণ তহবিল** — সাধারণ তহবিলের আয়ের প্রধান উৎস হইবে বিশেষ তহবিল হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক মং ১৪৫০.০০ টাকা করিয়া। ইহা ছাড়া অন্যান্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা, যথা — সরকারী বা আধা সরকারী, অথবা অন্য কোন মহৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দান-অনুদান, এবং আমার লেখা 'সত্যের সন্ধান' বই (২০০ কপি)-এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ, সাধারণ তহবিলের এই সমস্ত টাকা বর্তমানে নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় করা যাইবে এবং অবশিষ্ট টাকা যথাযোগ্য স্থানে ব্যয়িত হইবে।

ক.	বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিদান	৪০০.০০	টাকা
খ.	পুরস্কার প্রদান ... ... (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের মারফতে)	১০০.০০	টাকা
গ.	অতিথি সেবা	৩০০.০০	টাকা
ঘ.	পরিচালক ও পরিচারক ভাতা	৪৫০.০০	টাকা

AMARBOI.COM

ঙ.	মৃত্যুদিনে দান	... ...	১০০.০০ টাকা
চ.	সেরেস্তা খরচ	... ...	১০০.০০ টাকা
			১৪৫০.০০ টাকা

প্রকাশ থাকে যে, আমার অবর্তমানে সাধারণ তহবিলের তাবৎ টাকাই লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের অধিকারে থাকিবে, তবে ১০০.০০ টাকার অধিক হাতে রাখা যাইবে না, হইলে তাহা কোনও ব্যাংকে মজুত রাখিতে হইবে এবং লাইব্রেরী পরিচালক কমিটির মঞ্জুরী অথবা কমিটির সভাপতি সাহেবের অনুমোদন ছাড়া ৫০.০০ টাকার অধিক কোন কাজে ব্যয় করা যাইবে না।

গ. **উদ্ধৃত তহবিল** — উদ্ধৃত তহবিলের টাকার পরিমাণ আপাতত বার্ষিক মাত্র ৫০.০০ টাকা। এই তহবিলের টাকার পরিমাণ (মায় সুদ ও আসল) যখনই কিঞ্চিতাধিক ৭০০.০০ টাকা হইবে, তখনই তাহা হইতে মং ৭০০.০০ টাকা বিশেষ তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং বিশেষ তহবিলের টাকার পরিমাণ তখন ১০,০০০.০০ টাকার স্থলে ১০,৭০০.০০ টাকা হইবে। তাই ইহার পরের বৎসর বিশেষ তহবিল হইতে মং ১৪৫০.০০ টাকার স্থলে ১৫৫০.০০ টাকা সাধারণ তহবিলে ভুক্ত হইবে। তখন সাধারণ তহবিলের সেই বর্ধিত মং ১০০.০০ টাকা দ্বারা নিয়মমাফিক একটি নূতন বিদ্যালয় মনোনীত করিয়া তাহাতে যথারীতি বৃত্তিদান করা যাইবে।

উদ্ধৃত তহবিলের টাকার দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে আবহমানকাল বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ঘ. **সংরক্ষিত তহবিল** — এই তহবিলটি গঠনের উদ্দেশ্যে জনতা ব্যাংকে (বরিশাল চকবাজার শাখা এফ. ডি. নং ৩৬৬১৬৭/৬০, তাং ১৪. ৭. ৮১) মবলগ ৫০০.০০ টাকা স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে।

কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক ক্ষয়ের দরুন লাইব্রেরী ভবন বা আমার সমাধি ভবনটি মেরামত করিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে এই তহবিলের লভ্যাংশের টাকা ব্যয় করা হইবে, অন্য কোন কাজে কখনও ব্যয় করা যাইবে না এবং উহার আসল টাকা কখনও তোলা যাইবে না।

AMARBOI.COM

১২. আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী কমিটি

আমার উৎসর্গিত প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য দুইটি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। তাহার নাম হইবে — ১. পরিচালন কমিটি ও ২. কার্য নির্বাহক কমিটি, সংক্ষেপে 'নিবাহী কমিটি'।

১. **পরিচালন কমিটি** — প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক ক্ষমতা ও অধিকার এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিন শ্রেণীর ১১ জন সদস্য লইয়া পরিচালন কমিটি গঠিত হইবে।

ক. সরকারী পর্যায়ে সদস্য ৩ জন — ইহার মধ্যে (পদাধিকার বলে সভাপতি) জেলা প্রশাসক বা তাঁহার মনোনীত সদস্য ১ জন, শিক্ষাবিদ (জেলা প্রশাসক মনোনীত) ১ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি (পদাধিকার বলে) ১ জন, মোট ৩ জন।

খ. লাইব্রেরীর পাঠকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত সদস্য ৪ জন।

গ. লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার স্ববংশীয়দের মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য ৪ জন । মোট ১১ জন।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো মহৎ ব্যক্তি এই লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে এককালীন নগদ মং ১০০০.০০ টাকা বা তাহার সমমূল্যের কোন বস্তু দান করেন, তবে তিনি এই লাইব্রেরীর পরিচালন কমিটির একজন স্থায়ী সদস্য হইতে পারিবেন (নং 'ঘ') এবং তাঁহাকে 'সহযোগী সদস্য' বলা যাইবে। সে ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১ জনের অধিক হইতে পারিবে।

কমিটির সদস্যগণের মধ্যে জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি ও সহযোগী সদস্যের কার্যকালের কোন মেয়াদ থাকিবে না, অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ থাকিবে। লাইব্রেরী স্থাপনের বছর (১৩৮৬ সাল) সহ পাঁচ বছর এবং তৎপরে প্রত্যেক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর করিয়া অতঃপর নির্ধারিত নিয়মে কমিটি পুনর্গঠিত হইবে। তবে নিম্নোক্ত যে কোন সময়ে নিয়ম মাফিক উপনির্বাচন বা মনোনয়ন হইতে পারিবে।

কারণসমূহ

ক. কোন সদস্য মারা গেলে বা কার্যে অক্ষম হইলে।

খ. কোন সদস্য তাঁহার কর্তব্য পালনে অযোগ্য হইলে।

গ. কোন সদস্য তাঁহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিজনক কোন কাজ করিবার দরুন কমিটি কর্তৃক 'সদস্য থাকার অযোগ্য' বলিয়া ঘোষিত হইলে ইত্যাদি।

উক্ত কারণসমূহে কোন সদস্যের কোন 'বিশেষ পদ' শূন্য হইলে তাহা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। একই ব্যক্তি সদস্যপদে পুনঃ নির্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

২. নির্বাহী কমিটি — পরিচালন কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্যূন ৫ জন সদস্য লইয়া 'নির্বাহী কমিটি' গঠিত হইবে এবং পরিচালন কমিটি কর্তৃক এই কমিটির সদস্যগণ মনোনীত বা নির্বাচিত হইবেন। তবে নির্বাহী কমিটির সম্পাদক ও লাইব্রেরী পরিচালক (লাইব্রেরীয়ান) একই ব্যক্তি থাকা সমীচীন বলিয়া মনে করি। নির্বাহী কমিটির যাবতীয় কর্তব্য পরিচালন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং এই কমিটির সদস্যগণ আমার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

১৩. পরিচালন কমিটি গঠন

১২/১ নং দফের নির্দেশ মোতাবেক নিম্নলিখিত রূপ নবগঠিত 'পরিচালন কমিটি' গঠিত হইতে পারে।

ক. সরকারী পর্যায়ে সদস্য ৩ জন

১. মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে) — সভাপতি।

২ শিক্ষাবিদ (মাননীয় জেলা প্রশাসক মনোনীত)

AMARBOI.COM

জনাব মোহাম্মদ হানিফ
অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ , বরিশাল — সদস্য।

৩. মাননীয় সভাপতি, ৩ নং চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, পদাধিকার বলে সদস্য।

খ. পাঠকদের নির্বাচিত সদস্য ৪ জন

৪. মৌ. ফজলুর রহমান বি. এ., লামচরি — সদস্য।

৫. মৌ. মোসলেম উদ্দিন মাতুব্বর বি. এ., লামচরি — সদস্য।

৬. মৌ. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি — সদস্য।

৭. ডা. আবদুল আলী সিকদার, লামচরি — সদস্য।

গ. প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য ৪ জন।

৮. অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির
প্রাক্তন অধ্যাপক, সরকারী ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল — সদস্য।

৯. আরজ আলী মাতুব্বর (প্রতিষ্ঠাতা), লামচরি — লাইব্রেরীয়ান।

১০. মৌ. গোলাম রসুল মোল্লা, লামচরি — সদস্য।

১১. আবদুল খালেক মাতুব্বর আই. এ., লামচরি — সদস্য।

ঘ. সহযোগী সদস্য ১ জন

১২. মৌ. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর আই. এ., বরিশাল — সদস্য।

১৪. অধিবেশন

প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়ন বিধানকল্পে উহার পরিচালক কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সাধারণত তিন ধরণের অধিবেশনে মিলিত হইবেন। যথা — ক. সাপ্তাহিক, খ. মাসিক ও গ. বার্ষিক অধিবেশন।

ক. **সাপ্তাহিক অধিবেশন** — লাইব্রেরীর পাঠকগণ তাঁহাদের পাঠোন্নতি ও জ্ঞানোন্নায়নমূলক নানাবিধ আলোচনার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী ভবনে প্রতি রবিবার (সন্ধ্যা ৬টা হইতে অনূর্ধ রাত ১০টা) সাপ্তাহিক অধিবেশনে মিলিত হইবেন। জ্ঞাতব্য যে, পাঠক-পাঠিকা ছাড়া যে কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন লাইব্রেরীয়ান, তদভাবে প্রস্তাবে সমর্থিত কোন সুযোগ্য ব্যক্তি।

খ. **মাসিক অধিবেশন** — নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সাধারণত প্রতিমাসে একবার লাইব্রেরী ভবনে অধিবেশনে মিলিত হইবেন এবং আবশ্যকীয় সবরকম আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে জরুরী অধিবেশন যে কোন সময় হইতে পারিবে।

গ. **বার্ষিক অধিবেশন** — পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ, সদস্য পাঠক ও সাধারণ পাঠকগণ অন্তত বৎসরে একবার (লাইব্রেরী ভবনে) অধিবেশনে মিলিত হইবেন। তবে জরুরী অধিবেশন যে কোন সময় ও যে কোন স্থানে হইতে পারিবে। উক্ত সভা প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, পরিচালনা পদ্ধতি ও উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। উক্ত অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখ থাকিবে (প্রতি বৎসর) ৩রা পৌষ। উক্ত তারিখটি আমার

AMARBOI.COM

'জন্মদিন'। তাই আলোচ্য সভায় আমার জীবনের বিভিন্ন দিক ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উক্ত অধিবেশনের খরচ বাবদ (১০ নং দফের 'অতিথি সেবা' খাতে) আমি আপাতত বার্ষিক মং ৩০০.০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। কিন্তু প্রয়োজন ও আয়োজন বোধে উহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

১৫. লিপিমালা ও স্মৃতিমালা

ক. **লিপিমালা** — আমার লিখিত অপ্রকাশিত পুস্তক ও অন্যান্য হস্তলিপি (খাতা) সমূহকে কালের স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। হস্তলিপি খাতাসমূহের লেখা, কাগজ ও বাঁধাই নষ্ট হইবার পূর্বে তাহা নকল (Copy) করাইতে হইবে। সেজন্য যে কাগজপত্র ও নকলকারকের মজুরী ইত্যাদি বাবদ অর্থের আবশ্যক হইবে, তাহা আমার 'সাধারণ তহবিল' হইতে বহন করা হইবে। হস্তলিপিসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১.	সীজের ফুল (কবিতা পুস্তক)	১ খানা
২.	সরল ক্ষেত্রফল (গণিত পুস্তক)	১ খানা
৩.	জীবন বাণী (সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী)	১ খানা
৪.	ভিখারীর আত্মকাহিনী (আত্মজীবনী)	১ খানা
৫.	কৃষকের ভাগ্য 'গ্রহ' (প্রবন্ধ)	১ খানা
৬.	বেদের অবদান (প্রবন্ধ)	১ খানা
৭.	ঘটনাবলী (খাতা) (১ম ও ২য় খণ্ড)	২ খানা
৮.	জন্ম-মৃত্যু (খাতা)	১ খানা
৯.	বংশাবলী (খাতা)	১ খানা
১০.	বংশ পরিচয় (খাতা)	১ খানা
১১.	অধ্যয়ন সার (খাতা) (১—৪ নম্বর)	৪ খানা
১২.	ডাইরী (খাতা) (১৩৪৪ ও ১৩৫৮—১৩৮৭ সাল)	৩১ খানা
১৩.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৩২—১৩৪১ সাল)	১০ খানা
১৪.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৪৩—১৩৪৭ সাল)	৫ খানা
১৫.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৫০—১৩৫১ সাল)	২ খানা
১৬.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৫৮—১৩৮৭ সাল)	৩০ খানা

খ. **স্মৃতিমালা** — লাইব্রেরী ভবনটির উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হইয়াছে। আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরের নির্মিত ও ব্যবহার্য কিছু কিছু বস্তু সেখানে আমার 'স্মৃতিচিহ্ন'স্বরূপ মজুত থাকিবে। তবে কোন্ কোন্ বস্তু মজুত থাকিবে, তাহা এখনও বলা যাইতেছে না, পরে রক্ষিত বস্তুসমূহের একটি তালিকা তৎসঙ্গে রাখা হইবে। 'স্মৃতিমালা' রক্ষার জন্য বিশেষ কোনও অর্থব্যয়ের আবশ্যক হইবে না, কিন্তু আবশ্যক হইবে লাইব্রেরী পরিচালক মহোদয় ও সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতির।

AMARBOI.COM

প্রকাশ থাকে যে, 'স্মৃতিমালা'–এর তালিকাভুক্ত কোনও বস্তু কোনও কাজে কাহাকেও ব্যবহার করিতে বা কোনও বস্তু প্রকোষ্ঠের বাহিরে নিতে দেওয়া যাইবে না। 'স্মৃতিমালা'র বস্তুসমূহ জনগণের শুধু দর্শনীয় মাত্র, স্পর্শযোগ্য নহে।

১৬. ক্ষমতা

এতদ্বারা আমার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা লাইব্রেরীর পরিচালন কমিটির উপর সোপর্দ করা হইল। কিন্তু অতঃপর লাইব্রেরী পরিচালনা সংক্রান্ত কোন 'নিয়মাবলী' প্রণয়নের ক্ষমতা আমার অধিকারে থাকিল।

তপছিল সম্পত্তি

ক. জিলা বরিশাল সাবরেজিষ্টার কোতয়ালী থানা ২৫ নং তৌজির মালিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে C. O. (Rev.) কোতয়ালী অধীন জে. এল. ৯৪ নং চরবাড়িয়া লামচরি মৌজায় S. A.— ২৭৭ (দুইশত সাতাত্তর) নং খতিয়ানে কর্সা বার্ষিক জমা মং ১৯/৩১ পয়সা। মোট জমি ৩—১৮ শতাংশ। ইহার হিং ৩ (তিন) গণ্ডা অংশ অত্র দলিলের স্বত্ব। রসদ জমা .১০ পয়সা জমির হাল ১৫৯৩ (পনর শত তিরানব্বই) নং দাগের জমি হইতে রসদীয় জমি — .৩ (তিন) শতাংশ দলিলের স্বত্ব। মূল্য ১৫০০.০০ টাকা।

খ. জিলা থানা সাবরেজিষ্টার তৌজি মৌজা ঐ মধ্যে S. A.—২৮০ (দুইশত আশি) নং খতিয়ানে কর্সা বার্ষিক জমা মং ১২/৯৪ পয়সা। মোট জমি ২—৪৪ শতাংশ। ইহার হিং ২.৭৫ (পৌণে তিন) গণ্ডা অংশ দলিলের স্বত্ব। জমির হাল ১৭২৪ (সতের শত চব্বিশ) নং দাগের জমি হইতে — .২ দুই শতাংশ অত্র দলিলের স্বত্ব। মূল্য মং ১০০০.০০ টাকা। উল্লিখিত ১৭২৪ নং দাগের উপরে পাকা লাইব্রেরী ভবনটি অবস্থিত।

গ.	লাইব্রেরী ভবনময় আসবাবপত্র		মং	৩০,০০০.০০ টাকা
ঘ.	দেওয়াল নির্মাণ		মং	১,০০০.০০ টাকা
ঙ.	সমাধি ভবন		মং	১,৫০০.০০ টাকা
চ.	কপিরাইট	১. সত্যের সন্ধান	মং	২,০০০.০০ টাকা
		২. সৃষ্টি-রহস্য	মং	৩,০০০.০০ টাকা
ছ	সত্যের সন্ধান পুস্তক দুইশত কপি		মং	৩,০০০.০০ টাকা
জ.	পুস্তকাদি		মং	৭,০০০.০০ টাকা
ঝ.	স্থায়ী আমানত		মং	১০,০০০.০০ টাকা
			মং	৬০,০০০.০০ টাকা

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের ১৩ পাতায় ১০ ছত্রে 'সরকারী' শব্দ তোলা লিখা এবং ২৮ পাতায় ১৩ ছত্রে 'বা মনোনীত' শব্দ তোলা লিখা ও ৩২ পাতায় ২য় ছত্রে 'করিবেন' শব্দ তোলা লিখা ও ৩৩ পাতায় ২য় ছত্রে 'আমার' শব্দ ছাপ কাটা।

স্ট্যাম্প মোট – ৪০ ফর্দ।

লিখকসহ্ ইসাদি ৪ জন।

AMARBOI.COM

লিখক

(স্বা. আরজ আলী মাতুব্বর)

মোহাম্মদ হোসেন
সাং — চরবাড়িয়া ম — ১৩৫০
রে. নং – ৩১৭

ইসাদি	ইসাদি ও পরিচিত	ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার	**আ. মালেক মাতুব্বর**	**মো. গোলাম রসুল মোল্লা**
সাং লামচরি।	পিং আরজ আলী মাতুব্বর সাং লামচরি।	সাং লামচরি।

✗ ✗ ✗ ✗

খ. মৃতদেহ দানপত্র

রে. তাং ..... দলিল নং .....

গ্রহীতা —

১। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ।

দাতা —

১। আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — হালুটী।

কস্য মৃতদেহ দান পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার মৃতদেহটি দ্বারা উক্ত কলেজের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজ করিতে পারিবেন। আমার মৃত্যুর পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমার ওয়ারিসগণ আমার মৃতদেহটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু কোন কারণে যদি এমন কোন স্থানে আমার মৃত্যু ঘটে, যাহাতে আমার মৃতদেহটি আমার ওয়ারিসগণের আয়ত্তে না থাকে, তবে তাহারা আমার মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থানের নাম অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করাইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভব হইলে তাহাদের দায়িত্বে কলেজের কাজে ব্যবহারের জন্য আমার মৃতদেহটি আনাইয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার ওয়ারিসদের কোন ওজরাপত্তি থাকিবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, আমার চক্ষুদ্বয় চক্ষু ব্যাংকে দান করা বাঞ্ছনীয়।

এতদার্থে আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অত্র দানপত্র দলিল লিখিয়া সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১।

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের প্রথম পাতায় আট ছত্রে 'মেডিক্যাল' শব্দ তোলা লিখা।

AMARBOI.COM

রেফ – ২ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

লিখক

(স্বাঃ আরজ আলী মাতুব্বর) মোহাম্মদ হোসেন
সাং চরবাড়িয়া L. 1350

ইসাদি	ইসাদি ও পরিচিত	ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার	**আ. মালেক মাতুব্বর**	**মো. গোলাম রসূল মোল্লা**
সাং লামচরি।	পিং আরজ আলী মাতুব্বর সাং লামচরি।	সাং লামচরি।

✗ ✗ ✗ ✗

গ. অছিয়তনামা

রে. তাং .... দলিল নং ....

লিখিতাং আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাং — লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — হালুটী।

কস্য অছিয়তনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে ১. আবদুল মালেক মাতুব্বর (পুত্র), ২. আবদুল খালেক মাতুব্বর (পুত্র), ৩. আবদুল বারেক মাতুব্বর (পুত্র), ৪. মোসাম্মৎ ফয়জরন নেছা (কন্যা), ৫. মোসাম্মৎ নূরজাহান বেগম (কন্যা), ৬. মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম (কন্যা), ৭. মোসাম্মৎ বিয়াম্মা বেগম (কন্যা), ৮. মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন (স্ত্রী) ; সাকিন — লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — হালুটী। এতদ্বারা তোমাদিগকে অছিয়ত করা যাইতেছে যে, তোমরা আমার উত্তরাধিকারী বটে। আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ন্যায় আমার মৃতদেহটিরও উত্তরাধিকারী তোমরাই। তোমরা জান যে, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিয়া যাইতেছি, তাই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত অছিয়ত করিয়া যাইতেছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার অছিয়তসমূহ পালন করিবা, কিন্তু যদি আমি এমন কোন স্থানে মারা যাই যাহাতে আমার মৃতদেহ তোমাদের আওতাধীনে না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে আমার এই বিষয়ের অছিয়ত পালনের কোন দায়িত্ব তোমাদের থাকিবে না। তবে অন্যান্য সম্বন্ধে থাকিবে।

অছিয়তসমূহ

১. মৃত্যুর পর আমার শবদেহটি জলে ধৌত পূর্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া (নতুন বা পুরাতন) বস্ত্রাবৃত করিবা। হয়ত খোশবু ব্যবহার করিবা। ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইবা না।

AMARBOI.COM

২. আমার বিদেহী আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি বা সেই জন্য অর্থ ব্যয় করিবা না। তবে কাহারও স্বেচ্ছাকৃত প্রার্থনা বা আশীর্বাদ আমার অবাঞ্ছিত নহে।

৩. কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটিলে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমার মরদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে পৌছাইয়া দিবা।

৪. মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করিবার পূর্বে তোমাদের সুবিধামত সময়ে আমার মৃতদেহটির ফটো তুলিবা, এবং তাহার কপি এনলার্জ ও বাঁধাই করিয়া আমার লাইব্রেরী ভবনে রাখিবা।

৫. মৃত্যুর পরে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে আমার শবদেহটি পৌছাইবার ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে আমি বরিশাল জনতা ব্যাংক (চকবাজার শাখা একাউন্ট নং ৪১৫৮ তাং ২০. ৭. ৮২)–এ একটি সেভিংস একাউন্ট ফাণ্ড করিয়াছি এবং এতদুদ্দেশ্যে সেই ফাণ্ডে অন্যূন ৫০০.০০ টাকা সতত মজুত থাকিবে। আমার মৃতদেহটি লইয়া তোমাদের মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত খরচ ও ফটো তোলা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তোমরা সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিবা এবং তোমাদের ইচ্ছা হইলে কাফন, সমাগতদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি খরচও সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিতে পারিবা।

আমার মৃত্যুদিনটির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বৎসরগুলিতে আমার 'মৃত্যুদিবস' অনুষ্ঠান পালনের জন্য আমি বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যাইতেছি এবং তাহা বহন করিতে হইবে লাইব্রেরীর সাধারণ তহবিলের টাকা হইতে, কিন্তু আমার মৃত্যুমৃত দিনটিতে মং ১০০.০০ টাকা দান করিতে হইবে উপরোক্ত সেভিংস ফাণ্ডের টাকা হইতে।

৬. উপরোক্ত যাবতীয় খরচ বহনের পর যদি আমার সেভিংস একাউন্টে অর্থ মজুত থাকে, তবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যেই যেই ব্যক্তি মেডিক্যালে আমার দেহদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবা, সেই সেই ব্যক্তি তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ মোট মং ৫০.০০ টাকা গ্রহণ করিতে পারিবা। তদ্বাদে যদি উক্ত ফাণ্ডে কোন টাকা মজুত থাকে, তবে তাহা উক্ত ব্যাংকে আমার স্থায়ী আমানত তহবিলে (একাউন্ট নং ৩৬৬১১২/১০৮ তাং ৩. ৪. ৭৯) জমা হইবে এবং সেই টাকার মুনাফার দ্বারা আমার মৃত্যু অনুষ্ঠানে কাঙ্গালের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদের যথানিয়মে সাহায্যদান করা যাইবে। এমতাবস্থায় তখন আমার সেভিংস তহবিলে টাকা থাকিবে না।

৭. প্রতি বৎসর আমার মৃত্যু অনুষ্ঠান দিনটির পূর্বে লাইব্রেরীর নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সদস্যদের যে কোন তিনজনের পরামর্শ লইয়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী কাঙ্গাল হইতে ক্রমশ দূরবর্তী ২০ জন কাঙ্গাল–কাঙ্গালীকে মনোনীত ও আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মং ৫.০০ টাকা করিয়া (মোট ১০০ টাকা) সাহায্যদান করিতে হইবে। তবে সেভিংস একাউন্টের টাকার দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি পাইলে তদ্বারা কাঙ্গাল–কাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়াইতে পারা যাইবে।

AMARBOI.COM

৮. আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা কাঙ্গাল-কাঙ্গালীদের হাতে সাহায্যদান করিতে হইবে। তদভাবে নির্বাহী কমিটির সম্পাদক উক্ত সাহায্যদান করিবেন।

৯. এমন কখনো না হউক — যদি আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) কেহ জীবিত না থাকে, তখনও লাইব্রেরীর নির্বাহী কমিটির সম্পাদকের দ্বারা যথানিয়মে আমার মৃত্যুদিনে নির্ধারিত মং ১০০.০০ টাকা সাহায্যদান করিতে হইবে।

১০. তোমরা আমার (পুত্রগণ) লাইব্রেরীতে রক্ষিত $\frac{১৩/ক}{৫}$ নং খাতাটির (বংশাবলী বা বংশলতা নামীয়) অনুকরণে আমার ঊর্ধতন পুরুষ হইতে তোমাদের নিজ নিজ 'বংশাবলী' বা 'বংশলতা' লিখিয়া রাখিবা এবং তোমাদের অধস্তন পুরুষগণকে পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিজ নিজ বংশাবলী বা বংশলতা রাখিতে উপদেশ দিয়া যাইবা। যেহেতু আমার বংশপরিচয় না থাকিলে লাইব্রেরী সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করা যাইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমার বংশাবলীর মধ্যে যেই ব্যক্তি আমার অছিয়তের বাক্য পালন করিবে না, সেই ব্যক্তি আমার ত্যাজ্য স্থাবরাস্থাবর কোন সম্পত্তির 'উত্তরাধিকারী' বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না। দাবী করিলে তাহা সর্বাদালতে বাতিল হইবে।

এতদ্বারা আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, সজ্ঞানে অত্র অছিয়তনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১।

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের ৩য় পাতায় ১২ ছত্রে 'আমার' শব্দ তোলা লিখা।
রেফ মোট ৬ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

লিখক
মো. হোসেন
সাং চরবাড়িয়া
L. 1350.

(স্বা. **আরজ আলী মাতুব্বর**)

ইসাদি	ইসাদি ও পরিচিত	ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার	**আ. মালেক মাতুব্বর**	**মো. গোলাম রছুল মোল্লা**
সাং লামচরি।	পিং আরজ আলী মাতুব্বর সাং লামচরি।	সাং লামচরি।

AMARBOI.COM

তিমালা

আমার সম্পাদিত 'ট্রাস্টনামা' দলিলের '১৫(খ) স্মৃতিমালা' দফের বিবরণে বলা হয়েছে — "লাইব্রেরী ভবনটির উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (জাদুঘর) নির্মাণ করা হইয়াছে। আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরের নির্মিত ও ব্যবহার্য কিছু কিছু বস্তু সেখানে আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মজুত থাকিবে। তবে কোন্ কোন্ বস্তু মজুত থাকিবে তাহা এখনও বলা যাইতেছে না। তবে রক্ষিত বস্তুসমূহের একটি তালিকা তৎসঙ্গে রাখা হইবে।"

উক্ত ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে এখন নিম্নলিখিত তালিকার বস্তুগুলো যথাস্থানে সজ্জিত করে রাখা হলো।

সংরক্ষিত বস্তুসমূহের তালিকা

ক. কৃষি যন্ত্র

১. 'হ্যাণ্ডহো'-এর (যন্ত্রাংশ) লোহার ফলা ৩টি। খরিদ মূল্য (পুরো যন্ত্রটি) আট টাকা, বরিশাল, ১৩৪৪।

২. কোদাল ১ খানা। খরিদ মূল্য পাঁচ টাকা, বরিশাল, ১৩৮৬।

৩. কাস্তে ১ খানা। খরিদ মূল্য ছয় টাকা, বরিশাল, ১৩৮৬। ✗ ✗ ✗ ✗

খ. জরিপী যন্ত্র

১. গ্যাণ্ডারের চেইন (১১ গজ) ১ ছড়া। মরহুম রহম আলী মাতুব্বরের দান, লামচরি ১৩৪২।

২. গ্যাণ্ডারের চেইন (২২ গজ) ১ ছড়া। খরিদ মূল্য আটত্রিশ টাকা, বরিশাল ১৩৭৫।

৩. প্লেন টেবিল একটি, সেগুন কাঠ (তেপায়াসহ) এবং

৪. সাইড ভ্যান ১টি, সেগুন কাঠ। মরহুম আমিন তোরাপ আলী আকনের দান। দক্ষিণ লামচরি, ১৩৪৩।

৫. প্রিজমেটিক কম্পাস ২টি। লাখুটিয়ার জমিদার মি. পরেশ লাল রায় (ঘুঘু বাবু)-এর স্টেট ম্যানেজার বাবু অনন্ত কুমার বসুর নিকট থেকে খরিদ, মূল্য ২০০.০০ টাকা, বরিশাল ১৩৬৩।

৬. রাইট এ্যাংগেল ৩টি, পিতল। মূল্য ৬০.০০ টাকা, বরিশাল ১৩৬৩।

৭. একর কুম্ব্ ১টি। এনামেলের পাত দ্বারা নিজ হাতে তৈরী, লামচরি, ১৩৬৪।

AMARBOI.COM

৮. গ্যাণ্ডারের স্কেল ১টি (পিতল)। পরলোকগত আমিন ফুল খাঁয়ের দান। চরবাড়িয়া ১৩৭২।

৯. ডিভাইডার ১টি (পিতল)। আলহাজ্ব মৌ. আ. রশীদ খানের দান। দ. লামচরি, ১৩৮২। ✗ ✗ ✗ ✗

গ. পোষাক

১. জামা ১টি (টেট্রন)। পুত্র আ. মালেকের দান। লামচরি, ১৩৮৯।

২. পাজামা ১টি (সুতী)। ঐ

৩. ছাতা ১টি। পুত্র আ. খালেকের দান। ঢাকা, ১৩৮৯।

৪. জুতা ১ জোড়া (প্লাস্টিক)। ঐ

৫. গেঞ্জি ১টি। পুত্র আ. বারেকের দান। লামচরি, ১৩৮৯।

৬. মোজা ১ জোড়া। ঐ

৭. জামা একটি (পলিয়েস্টার)। জামাতা ইউনুস মীরের দান। আশুগঞ্জ, ১৩৮৭।

৮. লুঙ্গী ১ খানা। জামাতা মোতাহার আলীর দান। লামচরি, ১৩৮৭।

৯. হাতমোজা ১ জোড়া। মো. ইয়াছিন আলী সিকদারের দান (তার মরহুম পিতার ব্যবহার্য)। লামচরি, ১৩৮৭।

১০. চশমা ১ জোড়া (প্লাস্টিকের ফ্রেম)। খরিদ মূল্য দশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮০। ✗ ✗

ঘ. চা সরঞ্জাম

১. কাপ ৬টি (চীনামাটি)। পুত্র আবদুল খালেকের দান। ঢাকা, ১৩৮৬।

২. পিরিচ ৬টি (ঐ)। ঐ

৩. কেত্‌লী একটি (এনামেল)। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা বাজারে খরিদ। ওজন ১৪$\frac{১}{২}$ তোলা, মূল্য দশ আনা, ১৩৫৪।

৪. সসপ্যান ১টি (ঢাকনিসহ, এনামেল)। ওজন ১৩$\frac{৩}{৪}$ তোলা। খরিদ মূল্য চোদ্দ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৮।

৫. দুধ রাখার পাতিল একটি (এনামেল)। ওজন ১৭ তোলা, খরিদ মূল্য বার টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

৬. মগ ১টি (এনামেল)। ওজন ৬ তোলা, খরিদ মূল্য দুই টাকা। ঢাকা, ১৩৮৪। ✗ ✗

ঙ. দলিলপত্র

আমার জীবনের বৈষয়িক ও অন্যান্য সংক্রান্ত দলিলসমূহের মধ্যে অনেক দলিল বন্যা ও উইপোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। যে ক'খানা এখনও অক্ষত আছে, তা আমার জাদুঘরে রেখে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রম নং	গ্রহীতা	দাতা	দলিলের রকম	তাং বাং	তাং ইং
১.	শ্রীযুক্ত বাবু দেবকুমার রায়চৌধুরী	রবেজান বিবি গং	কিস্তিবন্দী	৭. ৬. ২০	২৩. ৯. ১৩

শৈশবে আমার পৈতৃক সম্পত্তি বাকী করে নিলাম হওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জমিদারের দাবীর টাকা ক্রমিক পরিশোধের জন্য আমার পক্ষে অত্র কিস্তিবন্দী দলিলখানা

AMARBOI.COM

সম্পাদন করেন আমার মা। লাখুটিয়ার জমিদারদের তিন স্টেটে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনখানা দলিল সম্পাদিত হয়। কিন্তু সম্পাদনার পর তিনি কিস্তি মতো কখনো টাকা শোধ করতে পারেন নি। সমস্ত টাকা শোধ করতে হয়েছে আমাকে কৃষিকাজ শুরু করে ১৩২৮ সালে। কিস্তিবন্দীর টাকা পরিশোধ করে আমি তিনখানা দলিলই ফেরত এনেছিলাম। কিন্তু অপর দু'খানা দলিল বর্তমানে আমার কাছে নেই।

২ শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায়চৌধুরী রবেজান বিবি গং কবুলিয়ত ৭. ৬. ২০ ২৩. ৯. ১৩

লাখুটিয়ার জমিদারদের তিন স্টেটে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনখানা কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়। জমিদারী উচ্ছেদের পর পি. এল. রায়ের স্টেট ম্যানেজার অনন্ত কুমার বসু এ দলিলখানা আমাকে ফেরত দেন, অন্য দু'স্টেট দেয়নি।

আমার পৈত্রিক ভূসম্পত্তিটুকু নিলাম হলে আমি নাবালক বিধায় আমার পক্ষে কবুলিয়ত প্রদান করে $\frac{১}{২}$ অংশ সম্পত্তি উজাড় করেন আমার মা। অপর $\frac{১}{২}$ অংশ আমার ভগ্নিপতি আবদুল হামেদ মোল্লা তাঁর মাতা মেহেরজান বিবির বেনামীতে কবুলিয়ত প্রদানে তার স্বত্ব দখল করে নেন। তবে বিভিন্ন সময়ে খরিদমূলে সে অংশ সবই আমার স্বত্বদখলে এসেছে।

৩. শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল রায়চৌধুরী হামজে আলী গং কবুলিয়ত ২ ৩. ২২ ১৮. ৬. ১৫

একই খতিয়ানভুক্ত জমি বলে আমার জমির সঙ্গে আমার চাচাতো ভাইদের জমিও নিলাম হয় ১৩১৭ সালে। তাই তারা এ কবুলিয়াত দ্বারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে।

৪. আবদুর রহিম মৃধা আবদুল হাসেম মোল্লা কবালা ১১. ২. ৪৯ ২৫. ৫. ৪২

অত্র দলিলের জমি আমারই খরিদ বটে, দলিলের লিখিত গ্রহীতা আমার বেনামদার।

ক্রম নং	গ্রহীতা	দাতা	দলিলের রকম	তাং বাং	তাং ইং
৫.	জাফর আলী চাপ্রাসী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২২. ১. ৫১	৫. ৫. ৪৪
৬.	নরেন্দ্র নাথ লাহা, ও	আরজ আলী মাতুব্বর	কবুলিয়ত	২৩. ৫. ৫১	৮. ৯. ৪৪
৭.	আ. রহমান মল্লিক	হোসেন শরীফ গং	কবালা	২১. ৬. ৫২	৮. ১০. ৪৫
৮.	আ. রহমান মল্লিক	হোসেন শরীফ গং	কবালা	২৬. ৯. ৫২	১০. ১. ৪৬
৯.	জবান আলী চাপ্রাসী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২৬. ১০. ৫২	৯. ২ ৪৬
১০.	আ. রহমান মল্লিক	খবরদ্দি ফরাজী	কবালা	১৪. ১. ৫৩	২৭. ৪. ৪৬
১১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহিম মৃধা	কবালা	৩১. ৫. ৫৩	১৭. ৯. ৪৬
	এ দলিলখানা (৪) নং বেনাম দলিলখানার স্বনামা।				
১২	আরজ আলী মাতুব্বর	সৈয়দ আলী মাল	কবালা	২৬. ৮. ৫৩	১২ ১২ ৪৬
১৩.	আরজ আলী মাতুব্বর	রেকাত আলী	কবুলিয়ত	২৬. ৮. ৫৩	১২ ১২ ৪৬
১৪.	ললিত মোহন সাহা	আরজ আলী মাতুব্বর	কবালা	১৯. ১. ৫৪	৩. ৫. ৪৭
১৫.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান মল্লিক	কবালা	১৩. ৩. ৫৪	২৮. ৬. ৪৭
১৬.	হাতেম আলী সরদার	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২ ৩. ৫৪	১৭. ৬. ৪৭

AMARBOI.COM

১৭.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান মল্লিক	কবালা	২১. ১. ৫৪	৫. ৫. ৪৭
১৮.	নরেন্দ্র নাথ লাহা	আরজ আলী মাতুব্বর	কবুলিয়ত (নকল)	১৪. ৪. ৫৪	৩১. ৭. ৪৭
১৯.	মি. পরেশ লাল রায়	আরজ আলী মাতুব্বর	ঐ (আসল)	২৮. ১১. ৫৭	১১. ৪. ৫১
২০.	আরজ আলী মাতুব্বর	ললিত মোহন সাহা	কবালা	২৬. ১. ৬২	১০. ৫. ৫৫
২১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আদম আলী গোলদার	এগ্রিমেন্টনামা	১৩. ২ ৬৪	৩০. ৫. ৫৭
২২	কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আরজ আলী মাতুব্বর	বন্ধকী দলিল	৮. ৯. ৬৫	২৪. ১২. ৫৮
২৩.	মোবারেক আলী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২ ৬. ৬৬	১৯. ৯. ৫৯
২৪.	আফেজউদ্দিন হাং	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২৩. ৭. ৬৬	১০. ১১. ৫৯
২৫.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান শরীফ	কবালা	৫. ৮. ৬৬	২২ ১১. ৫৯
২৬.	মনোয়ারা বেগম (লেখকের কন্যা)	আ. মজিদ খলিফা	কাবিননামা	৮. ২ ৬৯	২২ ৫. ৬২
২৭.	আরজ আলী মাতুব্বর	ছফেদ আলী হাং	এগ্রিমেন্ট	৭. ১. ৭২	২০. ৪. ৬৫
২৮.	সুলতান আহমদ ফ.	আরজ আলী মাতুব্বর	অ. খা. পা.	২৫. ৬. ৭২	১২ ১০. ৬৫
২৯.	আরজ আলী মাতুব্বর	আদম আলী গোলদার	কবালা	৩০. ১১. ৭৪	১৪. ৩. ৬৮
৩০.	আরজ আলী মাতুব্বর	আনোয়ারা বেগম গং	কবালা	৮. ১১. ৭৭	২১. ২ ৭১
৩১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আক্কেল আলী গং	কবালা	১৫. ১২ ৭৮	২৯. ৩. ৭২
৩২	আরজ আলী মাতুব্বর	আমিনা খাতুন গং	কবালা	১৩. ৮. ৭৯	২৯. ১১. ৭২
৩৩.	বি-আম্মা বেগম (লেখকের কন্যা)	ইউনুছ মীর	কাবিননামা	২৬. ১২ ৮১	৯. ৪. ৭৫
৩৪.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান আকন	কবালা	২৯. ১. ৮৫	১৩. ৫. ৭৮

AMARBOI.COM

চ. বিবিধ

১. রেকাবী ১ খানা (চীনামাটি)। খরিদ মূল্য আট আনা, বরিশাল, ১৩৩০।

২. পানপাত্র ১টি (পিতল)। ওজন ৩৪$\frac{৩}{৪}$ তোলা, খরিদ মূল্য আট আনা। মকরম প্রতাপ, ১৩৫৬।

৩. ঘটি ১টি (এনামেল)। ওজন ১২ তোলা। কন্যা মুকুলের দান। আশুগঞ্জ, ১৩৮৮।

৪. কলসী ১টি (এনামেল)। ওজন ১৭$\frac{১}{২}$ তোলা, খরিদ মূল্য ষোলো টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

৫. চৌকি বাক্স ১টি। দৈ. ২৮ ইঞ্চি, প্র. ৯$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বেধ ৬ ইঞ্চি। নিজ হাতে তৈরী, ১৩৭০ (পোষাক রক্ষিত)।

৬. পিজবোর্ড কাগজে তৈরী বাক্স ১টি। দৈ. ১৫ ইঞ্চি, প্র. ১০$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বেধ ৭ ইঞ্চি। নিজ হাতে তৈরী, ১৩৬৪। দ. লামচরি নিবাসী মরহুম আ. রহিম মৃধার শ্রাদ্ধ-ভোজে

লোকগণনা কাজে নিশানরূপে উক্ত পিজবোর্ড কাগজের টুকরোগুলো ব্যবহৃত হয়েছিলো ৯ই ফাল্গুন, ১৩৬০ সালে (জরিপ যন্ত্র রক্ষিত)।

৭. বিভিন্ন রোগের ঔষধের ও লেখায় ব্যবহৃত কালির খালি শিশি —

ক. ঔষধের শিশি

১২ আউন্স শিশি	১ টি
৪ আউন্স শিশি	৩০ টি
৩ আউন্স শিশি	১ টি
১ আউন্স শিশি	৮ টি
½ আউন্স শিশি	৫ টি

খ. কালির শিশি ২১ টি

৮. বৈয়ম ১টি (কাঁচের, টিনের মুখোস)। পুত্র আ. খালেকের দান। ঢাকা ১৩৮৬।

৯. বৈয়ম ১টি (কাঁচ, কাঁচের মুখোস)। খরিদ মূল্য ছয় টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯। এ বৈয়মটিতে আমার চুল, দাড়ি, নখ ও দাঁত রক্ষিত।

১০. আলমারি ১টি (দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত)।

১১. সুটকেস ১টি (টিন)। দৈ. ১৫½ ইঞ্চি, প্র. ১০ ইঞ্চি, বেধ ৫¼ ইঞ্চি। খরিদ মূল্য ত্রিশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯ (দলিলপত্র রক্ষিত)।

১২. তালা (চাবিসহ) ৪টি (সুটকেসসহ তিনটি বাক্সে তিনটি ও কবাটে একটি — মোট ৪টি)।

XXX

আসবাবপত্র

১.	চেয়ার	৬	খানা
২.	টেবিল	২	খানা
৩.	টুল	১	খানা
৪.	সীল		
	ক. 'আরজ মঞ্জিল'	১	টি
	খ. 'আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী'	১	টি
	গ. 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী'	১	টি
	ঘ. 'সম্পাদক ও লাইব্রেরীয়ান'	১	টি
৫.	ষ্ট্যাম্প প্যাড	১	টি
৬.	পাঞ্চার মেশিন	১	টি
৭.	পেপার ওয়েট		
	ক. কাঁচ নির্মিত	১০	টি
	খ. পাথর নির্মিত	৪	টি
৮.	গামপট	১	টি

} আ. খালেক মাতুব্বরের দান, ১৩৮৬।

৯. ঝর্ণা কলম ১টি (হিওথ)। খরিদ মূল্য সতেরো টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯।

AMARBOI.COM

১০. তালা (চাবিসহ) ২টি (সদর দরজা ১টি ও লাইব্রেরী কক্ষ ১টি)। খরিদ মূল্য উনত্রিশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

XXXX

খাতাপত্র

১.	সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা	১ খানা
২.	দফেওয়ারী পুস্তকের তালিকা	১ খানা
৩.	পুস্তক আদান-প্রদান	১ খানা
৪.	সদস্য পাঠকের তালিকা	১ খানা
৫.	চাঁদা আদায়ের রসিদ বই	১ খানা
৬.	চাঁদা আদায়ের হিসাব	১ খানা
৭.	ক্যাশ বহি	২ খানা
৮.	ভাউচার ফাইল	১ খানা
৯.	নোটিশ বহি	১ খানা
১০.	মন্তব্য বহি	১ খানা
১১.	বৃত্তি প্রদান হিসাব	১ খানা
১২.	রাইটিং প্যাড (ছোট-বড়)	২ খানা
১৩.	পরিদর্শন মন্তব্য	১ খানা
১৪.	রেজি. ট্রাস্টনামা (মূল দলিল)	১ খানা

XXXX

দেয়াল ফটো

১. **'দুই কাঠুরে রমণী'।**
'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' পুস্তকদ্বয়ের লেখককে বাংলাদেশ লেখক শিবির থেকে প্রদত্ত পুরস্কার। ২৪ চৈত্র, ১৩৮৫।

২. **'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'**
৩. **'বিদ্রোহী কবি নজরুল'** } আ. খালেক মাতুব্বরের দান। ২৫ পৌষ, ১৩৮৮।

৪. **'বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব আ. আউয়াল ও আরজ আলী মাতুব্বর'।**
পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকের দান। ৯ জুন, ১৯৮১।

৫. **'আরজ আলী মাতুব্বর'।**
হাতে আঁকা ছবি। শিল্পী কাজী আবুল কাসেম, লেক সাকার্স (কলাবাগান) ঢাকা। ৩ জানুয়ারী, ১৯৭৬।

৬. **'আরজ আলী মাতুব্বর'।**
'সত্যের সন্ধান' পুস্তকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত ছবি। ঢাকা, ১৩৮০।

AMARBOI.COM

৭. **'আরজ আলী মাতুব্বর'।**
মো. আলী নূর সাহেবের গৃহীত রঙ্গিন ফটো (দান) । ধানমণ্ডি, ঢাকা। ১৭ ভাদ্র, ১৩৮৮।

৮. ভিউকার্ড ৯৪ খানা। উপহারদাতা এম. এ. হক, ধানমণ্ডি, ঢাকা। ১৩৮৬।

XXXX

ঋণপত্র

আমার উৎসর্গিত ক্ষুদ্র এ লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে যাঁদের নিকট থেকে কোনো বস্তু বা নগদ অর্থ দানসূত্রে এযাবত পেয়েছি ও ভবিষ্যতে পাবো, সে সমস্ত মহৎ ব্যক্তিগণের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ আছি ও থাকবো। এতদার্থে দাতাগণের নাম-ধাম ও তাঁদের দানের পরিচয়সহ অত্র ঋণপত্রখানা লিখে দিচ্ছি।

দাতাদের নাম-ধাম	দানের বস্তু	মূল্য
বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আবদুল আউয়াল সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলাদি সম্পাদনার খরচ বাবদ বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	১৪৬০.৭৫
মৌ. মো. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর (আজাদ অয়েল মিল, হাটখোলা, বরিশাল)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	২৫০০.০০
মৌ. মোছলেম উদ্দীন মাতুব্বর (লামচরি)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	৫০০.০০
ভারপ্রাপ্ত বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	৩০০০.০০
ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মাননীয় মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	৫৮৯০.০০
আলহাজ্জ মৌ. এম. এ. মোতাহের (নিউ বেলী রোড, ঢাকা)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	১০০০.০০
চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মৌ. খালেকুজ্জামান সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে পুকুর খননের জন্যে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	ধান ৬ মণ	৭৩৮.০০
বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আবদুল আউয়াল সাহেবের বদান্যতায় বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	বই ১০০ খানা	৩৩৯৩.৫০
জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।	বই ১৯ খানা	৫৯.০০

AMARBOI.COM

আ. খালেক মাতুব্বর, পিং আরজ আলী মাতুব্বর, লামচরি।	বই ৫৩ খানা	৪০৫.০০
মো. আনোয়ার হোসেন (লিটন), পিং মো. ইদ্রিস খান, বুখাই নগর।	বই ৪৭ খানা	৪০৩.০০
জনাব মো. তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ঢাকা।	বই ৩৬ খানা	৩৩৯.০০
জনাব মো. আলী নূর, ধানমণ্ডি, ঢাকা।	বই ২২ খানা	২৬৩.০০
জনাব মো. আলী ইমাম, ঠাটারী বাজার, ঢাকা।	বই ৩২ খানা	২৬০.০০
জনাব মো. সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ, বরিশাল কলেজ, বরিশাল।	বই ৭ খানা	২০১.০০
জনাব মো. আলতাব হোসেন, পিং সফিউদ্দীন হাং, উত্তর লামচরি।	বই ১৭ খানা	৫৮.০০
কমরেড অনিল মুখার্জী, ওয়ারী, ঢাকা।	বই ৪ খানা	৪৫.০০
জনাব মো. ফিরোজ সিকদার, পিং মো. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি।	বই ৫ খানা	৪৪.০০
জনাব মো. আবদুল জলিল, পিং আরজ আলী হাং, লামচরি।	বই ৭ খানা	৪১.৫০
জনাব মো. মফিজুর রহমান, পিং মরহুম মাষ্টার আয়ুব আলী, চরবাড়িয়া (তালতলি)।	বই ৩ খানা	২৭.০০
অধ্যাপক আ. হালিম, ওয়ারী, ঢাকা।	বই ৩ খানা	১৮.০০
মো. মোস্তফা খান, পিং আলহাজ্জ মৌ. আ. রশীদ খান, দক্ষিণ লামচরি।	বই ২ খানা	৬.০০
মো. শাহীন, পিং আ. খালেক মাতুব্বর, লামচরি।	বই ১ খানা	২.০০
মো. ফরিদ উদ্দীন, পিং আ. মালেক মাতুব্বর, লামচরি।	বই ১ খানা	২.০০
মো. কামাল উদ্দিন, পিং মৃত আ. রাজ্জাক হাং, সাং পশুরীকাঠি, পো. চরমোনাই, বরিশাল।	বই ১ খানা	১৫.০০

মোট — ২১,৩০৩.৭৫

আমার এ ঋণপত্র দলিলখানায় গ্রহীতারূপে এযাবত যেসব মহাজনদের নামোল্লেখ করা হলো, তাঁরা হচ্ছেন আমার লাইব্রেরীটির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং লাইব্রেরীর কল্যাণকামী। এছাড়া আমার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং আমার ব্যক্তিত্বের কল্যাণকামী এমন ক'জন সুধীমহাজন আছেন, এ দলিলখানার গ্রহীতার তালিকায় তাঁদের নামোল্লেখ না থাকলে আমার নিজের নাম লিখতে হয় 'অকৃতজ্ঞ' তালিকায়। তাই তাঁদের নাম-ধাম ও দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

১. জনাব সরফুদ্দীন রেজা হাই, অধ্যাপক, গণিত বিজ্ঞান, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
আমার দারুণ অর্থকষ্টের সময় জনাব হাই সাহেব আমাকে ৫০০.০০ টাকা দান করেন, যদ্বারা আমার 'সত্যের সন্ধান' বইখানা ছাপাতে দেওয়া হয় বরিশাল আল-আমিন প্রেসে (১৩৭৯)।

AMARBOI.COM

আবার আল-আমিন প্রেস কর্তৃপক্ষ যখন আমার উক্ত বইখানার মাত্র একটি ফরমা বাকী রেখে (মুসল্লিদের চাপে পড়ে) ছাপার কাজ বন্ধ করে দেন, তখন ঢাকাস্থ বর্ণমিছিল প্রেসে নিয়ে বইখানার মুদ্রণকাজ সমাধা করা হয় তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে (১৩৮০)। এছাড়া বিশেষ মহলের ধিকৃত আমার 'সত্যের সন্ধান' বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানা তিনিই সুধীজনের গোচরে নেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হই আমি (উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপির উপর) বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক মাননীয় কবির চৌধুরী সাহেবের সপ্রশংস অভিমত (১৩৭৯)। এ ভিন্ন আমার প্রণীত 'সৃষ্টি-রহস্য' বইখানার 'কৃত্রিম উপগ্রহ' অধ্যায়টি রচনা সম্ভব হতো না তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়া। তিনি একাধিকবার আমার সাথে ঢাকাস্থ ইউসিস ভবনে গিয়ে সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমাকে উক্ত অধ্যায়টি ও চন্দ্রাভিযান সংক্রান্ত রচনার বিবিধ তথ্যাবলী।

২. জনাব মো. আলী নূর, এডভোকেট, ৮১-এ কাকরাইল, ঢাকা।

মাননীয় নূর সাহেব লাইব্রেরীটিতে যে ২৬৩.০০ টাকা মূল্যের ২২ খানা পুস্তক দান করেছেন (১৩৮৭), তা-তো আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া আমার 'সত্যের সন্ধান' পুস্তকখানার মুদ্রণকাজ সমাধা হওয়ার পরও তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিলো না উক্ত পুস্তকখানা সম্বন্ধে সুধী ও বুদ্ধিজীবী মহলের কতিপয় অভিমত মুদ্রণের অর্থাভাবের দরুন, তখন আমার সে অভাবের সময় তিনি আমাকে ৫০০.০০ টাকা দান করেন (১৩৮০)। এতদ্ব্যতীত আমার প্রণীত 'সৃষ্টি-রহস্য' পুস্তকখানা প্রকাশের যাবতীয় খরচই তিনি আমাকে দান করেন, যার পরিমাণ হচ্ছে ১০,৫০০.০০ টাকা (১৩৮৪)। তাঁর এ মহান দানের জন্য আমি তাঁকে সামান্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলাম আমার উক্ত পুস্তকখানার ভূমিকায়। কিন্তু কৃতজ্ঞতা চান না বলে নিজ হাতে তাঁর নামটা কেটে দিয়েছেন। অগত্যা আমায় উক্ত বইখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করলাম এবং ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম তাঁকে না জানিয়েই। কিন্তু তা দেখতে পেয়েও তিনি আমার কাছে এই বলে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন যে, তাঁকে না জানিয়ে বইখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করলাম কেন? জানি না, তিনি এ ঋণপত্রে তাঁর নাম দেখতে পেয়ে আবার আমার কৈফিয়ৎ তলব করবেন কিনা। দেখা যাক।

AMARBOI.COM

এ ভিন্ন আমার আরও ক'জন সুধীমহাজন আছেন, তাঁদের কা'রো কা'রো নাম এই স্মরণিকায় স্থানবিশেষে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও আমার এ ঋণপত্রে তাঁদের নাম থাকার দাবীদার তাঁরা এবং অধিকারীও বটেন। যে সমস্ত মনীষী আমাকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা দান করে আসছেন বহুবছর থেকে, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও জীবনের মানোন্নয়নের জন্যে, নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

১. জনাব কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)।

২. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।

৩. জনাব মো. শামসুল হক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. জনাব মো. শামসুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

৫. জনাব মাওলানা মো. মুসা আনসারী, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. ড. কাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. শ্রদ্ধেয় আবুল হাসানাৎ, সচিত্র যৌন বিজ্ঞানাদি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সুসাহিত্যিক ; তোপখানা রোড, ঢাকা।

৮. জনাব কাজী আবুল কাসেম, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সুসাহিত্যিক ; ৪৯, লেক সার্কাস, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

৯. প্রিয় মো. শফিকুর রহমান, জ্ঞানতপস্বী ও সাহিত্যসেবী ; বাসাবো, ঢাকা।

AMARBOI.COM

অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আমি,
তবুও জানি না আশা পূরবে কবে।
আজও লাইব্রেরীর পুস্তকাদির সংখ্যা
মাত্র —
৮২৩

XXX

কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি

বিগত ৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৭ তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'মানব কল্যাণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' শীর্ষক নাম দিয়ে। তাতে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে আমার মৃতদেহ দানের প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। সংবাদটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বহু লোকে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে — কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি, তার কারণ জানার জন্যে। অনেকে আবার ওর কারণ আবিষ্কার করেও ফেলেছেন, আমার কাছে ও বিষয়ে কিছু শোনবার আগেই। তাঁদের মতে ওর কারণ নাকি — কবরে মুনকির ও নকির নামক ফেরেস্তাদ্বয়ের দৌরাত্ম এড়ানো। এরূপ মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে বলছি, কারণ ওটি নয়, অন্য রকম দু'টি।

প্রথম কারণ

চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান। কায়িক শ্রমের দ্বারা বহুকষ্টে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন স্বামী ও বিত্তহীনা আমার মা। বিশেষত আমি আমার মার একটিমাত্র সন্তান। তাই আমার উপর তাঁর স্নেহটা ছিলো অন্যান্য মাদের চেয়ে অনেক বেশী। পক্ষান্তরে বাবা জীবিত না থাকায় আমার পিতৃস্নেহটুকুও পতিত হচ্ছিলো মায়ের উপরেই। তাই আমার মাতৃস্নেহ ছিলো অন্যান্যদের চেয়ে কিছু বেশীই।

বিগত (ইং) ২৭. ১০. ৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০. ৬. ৮১ তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা, ১৯. ৭. ৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা এবং ৪. ৯. ৮১ তারিখে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' পত্রিকা যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক একটি ঘটনা। তবুও সেই অবিস্মরণীয় বিষাদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। যে ঘটনা করেছে আমাকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহী।

AMARBOI.COM

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলি। তা দেখে আমার মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করতে যে সমস্ত আলেম ও মুসল্লিরা এসেছিলেন, তাঁরা আমার মার নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান, যেহেতু ফটো তোলা নাকি হারাম। অগত্যা কতিপয় অমুসল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মায়ের মরদেহটি সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হলো কবরে। আমার মা ছিলেন অতিশয় ধার্মিকা নারী। তাঁর নামাজ–রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে, বাদ পড়েনি কখনো তাঁর তাহাজ্জোদ

নামাজ মাঘ মাসের দারুণ শীতের রাতেও। এহেন পুণ্যবতী মায়ের জানাজা হলো না আমার একটি দুষ্কর্মের ফলে। হায়রে পবিত্র ধর্ম! (আজকাল ওসব হারামের তম্বি নেই বললেই চলে।)

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও এ ক্ষেত্রে সে দোষে দোষী হয়তো স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। কেননা এতে আমার মার সম্মতি ছিলো না। আমার অপরাধে কেন যে আমার মার মরদেহের অবমাননা করা হলো, তা আজও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পক্ষান্তরে নানা কারণে আমার নিজের বহু ফটো তোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষত আমার ছেলেরা আমার মৃতদেহের ফটো তুলে রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার মৃতদেহটি গোঁড়া মুসল্লিদের কাছে আনুষ্ঠানিক সৎকারের মর্যাদা না পাওয়াই সম্ভব। যদিও পায় তবে আমার মায়ের মরদেহের অমর্যাদা ও আমার মরদেহের মর্যাদা দেখে তাতে আমার বিদেহী আত্মা তুষ্ট হবার কথা নয়। তাই আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানবকল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় কারণ

এককালে মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলেও বর্তমান শিক্ষিত সমাজ বিশেষত বৈজ্ঞানিক সমাজ ভূত-প্রেত, দেও-দানব, জ্বীন-পরী, শয়তান-ফেরেস্তা ইত্যাদি কাল্পনিক জীবগণকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অযথা সময় নষ্ট করেন না। এমনকি আধুনিক কালের কোনো ঔপন্যাসিকও ওসব অতিজীবকে নিয়ে বা ওদের সমন্বয়ে কোনো উপন্যাস রচনা করেন না। কেননা এখন আর ওসব উপন্যাস বাজারে বিকায় না। তাই আমিও ওসব অতিজীবকে নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করি না, করি মানবকল্যাণের চেষ্টা যতোটুকু পারি। মানবকল্যাণ আমার ব্রত।

কোনো অট্টালিকা ধ্বংস হলে তা পরিণত হয় রাবিশে এবং মানুষের যথোপযুক্ত কাজে লাগে। অনুরূপভাবে জীবের মৃতদেহগুলো পচে-গলে নষ্ট হলে তা পরিণত হয় কতোগুলো জৈবাজৈব পদার্থে এবং তা মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানাভাবে। কৃষক হিসেবে আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। মাঠের কোথায়ও কোনো জীবদেহ পঁচে-গলে নষ্ট হলে সেখানের মাটিতে কয়েক বছর যাবত যে কোনো ফসল জন্মে ভালো। ওতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তবে ওর একটি অকল্যাণেরও আশংকা রয়েছে! সেটি হচ্ছে — শবদেহ পচে-গলে নষ্ট হবার প্রাক্কালে দুর্গন্ধে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হবার আশংকা। বোধ হয় যে, সে কারণেই সেমিটিক জাতিরা মানুষের শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এতে মানুষের অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হলেও কল্যাণের পথ ততো প্রশস্ত হয়নি। কেননা যতোটুকু গভীরে শবদেহ রাখা হয়, কোনো ওষধি জাতীয় ফসলের শিকড় ততোটুকু গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তাতে কোনো ফসল বাড়ে না। তবে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের শিকড় ততোধিক গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, কবরের উপর কোনো ফলের গাছ জন্মালে তাতে ফল ধরে প্রচুর। বিশেষত জীবের অস্থিতে থাকে 'ফসফরাস' নামীয় একটি পদার্থের আধিক্য এবং তা হচ্ছে ফলের স্বাদ ও ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। পক্ষান্তরে শবদেহ জলভাগে পতিত হলে তা জলজীবের ভক্ষ্য হয় এবং জলজীবগুলো নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে। এ সবে দেখা যায় যে, জীবের মৃতদেহগুলো

AMARBOI.COM

মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানারূপে — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, মুখ্য বা গৌণভাবে। কিন্তু এতে কারো ইহকালের মনমানসের সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক যদি থাকতো, তবে তাদের নিজেদের দেহের এরূপ মানবকল্যাণের ভূমিকা দেখে তারা নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করতো।

মেডিক্যালে আমার দেহদানের কারণ মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমার মরদেহটি দ্বারা মানবকল্যাণের সম্ভাবনা বিধানে আমার সজীব মনের পরিতোষ ও আনন্দলাভের প্রয়াসমাত্র। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিক্যালে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা। এতে আমার পরিজনের বা অন্য কারো উদ্বিগ্ন হওয়া সমীচীন নয়।

AMARBOI.COM

০ ০ ০